CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-318 ■ 28 August, 2025 ■ আগরতলা ২৮ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদী সরকারের নেতৃত্বে রেলে বিপ্লব

চূড়াইবাড়ি থেকে সাব্রুম ২৭১ কিমি রেলপথের বিদ্যুতায়ন সম্পূর্ণ ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। মোদী সরকারের নেতৃত্বে রেলে বিপ্লব ঘটে চলেছে। ত্রিপুরার উন্নয়নের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা হলো আজ। চূড়াইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বুধবার আগরতলা রেলস্টেশন কমপ্লেক্সে ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এবং ১৩২ কেভি ফিডার বে উদ্বোধনকালে এই ঘোষণা করেন ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৬৪ সালে প্রথমবার উত্তর জেলার ধর্মনগরে ট্রেন পৌঁছায়। দীর্ঘ বিরতির পর ২০০৮ সালে আগরতলা ট্রেন পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২০১৯ সালে রেল পৌঁছায় সীমান্ত শহর সাব্রুমে। তিনি জানান, গত সাত বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রেলের ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। মিটার গেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তর এবং ২০২৩ সালে আগরতলা-আখাউড়া আন্তর্জাতিক রেল সংযোগের সম্পূর্ণতা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বর্তমানে চুরাইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত মোট ২৭১ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে। 'অমৃত ভারত প্রকল্প'-এর অধীনে আগরতলা, উদয়পুর, কুমারঘাট এবং ধর্মনগর স্টেশনের উন্নয়ন কাজও চলছে বলে জানান মন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচল করছে। এর মধ্যে রয়েছে আগরতলা-শিলচর, ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজধানী, জানশতাব্দী, আগরতলা-গুয়াহাটি, গরিব রথ ও মুম্বই স্পেশাল সহ একাধিক ট্রেন। পাশাপাশি চারটি ডেমু ট্রেন প্রতিদিন চলাচল করছে, যা প্রায় বারো হাজার যাত্রীকে বহন করছে।

রেলপথে বিদ্যুতায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, আগে কয়লার ইঞ্জিন, পরে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে এখন বিদ্যুৎ চালিত ট্রেনে জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট ৬৯,৫০০ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইনের মধ্যে ৬৮,৬০০ কিলোমিটার বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যা ৯৮.৮০ শতাংশেরও বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হলো ত্রিপুরার ২৭১ কিলোমিটার রেললাইন।মন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ও এনএফআর চাইলে এখনই বিদ্যুৎচালিত ট্রেন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের পথে ধস : মৃত্যু বেড়ে ৩৬, আহত বহু, স্থগিত তীর্থযাত্রা

উদ্ধার কাজে সেনা-প্রশাসন-এনডিআরএফ

কাত্রা, ২৭ আগস্ট ।। জম্মু ও কাশ্মীরের রেয়াসি জেলার কাত্রায় বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে যাওয়ার পথে এক ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যাতে অন্তত ৩৬ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বুধবার বিকেলে, প্রবল বর্ষণের কারণে পাহাড় ধসে পড়ায় অর্ধকুমারী এলাকায়, যেখানে মন্দিরে যাওয়ার ১২ কিমি দীর্ঘ যাত্রাপথের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থানে হঠাৎই পাথর, মাটি ও কাদাবালি তীর্থযাত্রীদের ওপর নেমে আসে। মৃত ও আহতদের অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যাত্রী, যাঁরা হিমকোটি রুট বন্ধ থাকায় পুরনো রুট ধরেই যাত্রা করছিলেন। বিকেল ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত তীর্থযাত্রা চলছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার পরে প্রশাসনের নির্দেশে পুরো যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে।

ঘটনার পরপরই সিআরপিএফ-এর ৬ষ্ঠ ব্যাটালিয়নের জওয়ান, স্থানীয় পুলিশ, সেনাবাহিনী, এসডিআরএফ ও এনডিআরএফ-এর যৌথ বাহিনী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ফলে রাতভর উদ্ধার অভিযান চলছে। আহতদের কাত্রার কমিউনিটি হেলথ সেন্টার ও নারায়ণা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে তীর্থযাত্রা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছে এবং ভক্তদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন করে যাত্রার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ এক শোকবার্তায় এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, "শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দির যাওয়ার পথে ভূমিধসজনিত প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হনএই প্রার্থনা করছি। প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে কাজ করছে।

সকলের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি।" জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহাও নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেন, প্রশাসন আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি কাত্রার মাতা বৈষ্ণো দেবী নারায়ণা হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। সিনহা ঘোষণা করেন, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে শ্রীন বোর্ডের তরফ থেকে ৫ লক্ষ এবং রাজ্য দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা বোর্ডের তরফ থেকে ৪ লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

এদিকে, ভারী বর্ষণের জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে দেখা দিয়েছে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা। কিশওয়ার জেলার প্রত্যন্ত মারগি এলাকায় হঠাৎ বন্যায় ১০টি বসতবাড়ি ও একটি সেতু ভেসে গেছে, যদিও সেখানে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। কাঠুয়ার লাখানপুর গ্রামে অন্তত ১২ জন আধাসামরিক জওয়ান জলে আটকে পড়েছেন, যাদের উদ্ধারে অভিযান চলছে। জম্মু জেলাজুড়ে পানি ঢুকে পড়ায় প্রায় ৩,৫০০-র বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ভেঙে পড়েছে একাধিক সেতু, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ, মোবাইল টাওয়ার এবং অন্যান্য মৌলিক পরিকাঠামো। শ্রীনগরের রাম মুন্সি বাগ এলাকায় ঝেলম নদীর জল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছড়ার জলে ডুবে মৃত্যু শিশু কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৭ আগস্টঃ ছড়ার জলে ডুবে মৃত্যু শিশু কন্যার। ঘটনা কাঞ্চনপুর মহকুমার চন্ডিপুর ভিলেজের নীলমণি পাড়ায়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তরর্গত চন্ডিপুর এডিসি ভিলেজের নীলমণি পাড়া গ্রামে ছড়ার জলে ডুবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এক নাবালিকা কন্যার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, মঙ্গলবার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তরর্গত চন্ডিপুর এডিসি ভিলেজের নীলমণি পাড়া গ্রামের চারজন শিশু একসাথে ছড়ায় স্নান করতে যায় এবং স্নান শেষে তিনজন শিশু বাড়ি ফিরে এলে দেখা যায় ৭ বছরের শ্যামলী রিয়াং নিখোঁজ। পরে বুঝতে পারা যায়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গুজরাটের অনামী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ৪৩০০ কোটি টাকা

নির্বাচন কমিশন কি তদন্ত করবে, নাকি আবার এফিডেভিট চাইবে, খোঁচা রাহুলের

আহমেদাবাদ, ২৭ আগস্ট ঃ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী গুজরাটে ১০টি অনামী রাজনৈতিক দলের পাওয়া ৪৩০০ কোটি চাঁদা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশন কি এখন তদন্ত করবে, নাকি আমার কাছে এফিডেভিট চাইবে?

রাহুল গান্ধী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লেখেন, গুজরাটে কিছু এমন রাজনৈতিক দল আছে, যাদের নাম কেউ শোনেনি। কিন্তু তারা ৪৩০০ কোটি চাঁদা পেয়েছে। এই দলগুলো খুবই কম নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং খরচও খুব সামান্য দেখিয়েছে।

তাঁর আরও প্রশ্ন, এই হাজার হাজার কোটি টাকা এল কোথা থেকে? এই দলগুলোকে চালাচ্ছে কে? টাকা গেছে কোথায়? নির্বাচন কমিশন কি তদন্ত করবে, নাকি শুধু একটা এফিডেভিট নিয়ে দায় সেরে নেবে? না কি আইনই বদলে দেবে যাতে তথ্য গোপন রাখা যায়?

২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে গুজরাটে নথিভুক্ত হওয়া ১০টি অনামী রাজনৈতিক দল চাঁদা হিসেবে পেয়েছে মোট ৪৩০০ কোটি টাকা। অথচ এই সময়ে মাত্র ৪৩ জন প্রার্থী তারা নির্বাচনে দাঁড় করায় এবং মোট ৫৪,০৬৯ ভোট পায়। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তাদের আর্থিক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তারা মাত্র ৩৯.০২ লাখ নির্বাচনী খরচ দেখিয়েছে। যদিও অডিট রিপোর্টে খরচ দেখানো হয়েছে ৩৫০০ কোটি।

গত ৭ আগস্ট রাহুল গান্ধী ২২ পৃষ্ঠার প্রেজেন্টেশন দিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি ছিল, ভোট চুরি হচ্ছে এবং আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে নির্বাচন কমিশন এই চুরির সাথে যুক্ত। তারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে। পাল্টা জবাবে, ৮ আগস্ট নির্বাচন কমিশন রাহুল গান্ধীর কাছে তাঁর অভিযোগের পক্ষে এফিডেভিট চেয়ে পাঠায়। কমিশনের বক্তব্য ছিল, অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে রাহুলকে তা হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে, নচেৎ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো সহ নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলাই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। রাজ্যের বর্তমান সরকার একটি নতুন ত্রিপুরা তৈরির জন্য কাজ করছে, যাতে পরবর্তী প্রজন্মকে সমস্যার মুখোমুখি না হতে হয়। আর এখন প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুবিধা রাজ্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। আজ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও ডাঃ ব্রাম টিচিং হাসপাতালের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাঁপানিয়া বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই কার্যক্রমের মধ্যে ছিল পুনঃসংস্কার করা মাঠ ও নয়া গ্যালারি উদ্বোধন, জি প্লাস১৩ রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ও জি প্লাস৪ ট্রমা সেন্টার বিল্ডিংয়ের শিলান্যাস, রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন এবং ডাঃ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক রেকর্ডে খোয়াইয়ের খুদে অয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। মাত্র পাঁচ বছর আট মাস বয়সেই বিরল কৃতিত্বের নজির গড়লো খোয়াই মহকুমার পূর্ব চেবরী তাঁতি পাড়ার খুদে প্রতিভা অয়ন দেবনাথ। অবিশ্বাস্য এক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে মাত্র দুই মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে বিশ্বের ১৯৫টি দেশ ও তাদের রাজধানীর নাম একটানা বলে আন্তর্জাতিক রেকর্ড বুকে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছে সে। অয়নের এই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত শত্রু দেশে ঢুকে দেখিয়ে দিয়েছে তাঁর অবস্থান

সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্টঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। শত্রু দেশ থেকে দেশকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। বিরোধীদের হাতে দেশ থাকলে পাকিস্তান ঘরে ঢুকে হামলা করত। কিন্তু ভারত শত্রু দেশে ঢুকে শত্রু দেশকে দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের অবস্থান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এটি সম্ভব হয়েছে। আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ৬ আগরতলা মন্ডল আয়োজিত সার্কেট হাউস গনেশ পূজায় অংশগ্রহণ করেন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের দিকে মিছিলরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৭ আগষ্ট।। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুসের সরকারি বাসভবন যমুনার দিকে মিছিল করে অগ্রসর হওয়া প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শাহবাগ মোড় থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলটিকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলের সামনে আটকে দেয় পুলিশ।

বুধবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে শাহবাগে এক ঘণ্টার বেশি সময় জড়ো থাকার পর শিক্ষার্থীরা যমুনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এসময় পুলিশ তাদের মিছিল আটকাতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। পরে শিক্ষার্থীরা আবারও যমুনার দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা চালায়। এতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীরা পুনরায় শাহবাগ মোড়ে ফিরে আসে এবং সেখানে আবারও কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দ শোনা যায়।

প্রসঙ্গত, ''ঢাকামুখী লং মার্চ'' কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা সকাল ১১টা থেকেই রাজধানীর মূল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আইজিএম হাসপাতালে মানবিকতার নজির

হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ ফিরিয়ে দিলেন সুমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগষ্ট।। মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে। অম্পি এলাকার হুমায়ুন মিয়া সরকার তার গর্ভবতী স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করান। একইসময়ে দক্ষিণ চন্দ্রপুরের সুমন বিশ্বাসও তার গর্ভবতী স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে থাকাকালীন

হঠাৎ হুমায়ুন মিয়ার মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। ব্যাগের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার টাকা ছিল বলে জানা যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে হুমায়ুন পশ্চিম থানার দ্বারস্থ হন। থানার এক পুলিশ কর্মী তার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

ঠিক সেই সময় উপস্থিত হন সুমন বিশ্বাস। তিনি পুলিশকে জানান, তিনি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ২৮ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১১ ভাদ্র,বৃহস্পতিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পরিবেশ সুরক্ষায় রোড ম্যাপ

পরিবেশ সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখিতে রোড ম্যাপ তৈরি করা হইয়াছে। কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। বিষয়টি শুধু পরিবেশবিদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, দেশের জনগণ এবং দেশের সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত রহিয়াছে। এইসব কথা মাথায় রাখিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ মিশন-এর রোডম্যাপ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করিয়াছে নীতি আয়োগ। জ্বালানি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা রাজনাথ রাম এই বিষয়টি নিশ্চিত করিয়াছেন। মোট ব্যয় নির্ধারণ নিয়াও আলোচনা চলিয়াছে। নয়াদিল্লিতে ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত তৃতীয় এনার্জি সামিটে এই কথা জানাইয়াছেন তিনি।কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ হইল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিল্প কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগেই সংগ্রহ করা হয়। এই সংগৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইড পরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। এগুলি রাসায়নিক, নির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানি তৈরিতে অথবা স্থায়ীভাবে ভূগর্ভস্থ ভূতাত্ত্বিক স্তরে সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রযুক্তির মূল লক্ষ্য হইল গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করা এবং নেট-জিরো নির্গমন লক্ষ্যে পৌঁছানো। জ্বালানি নিরাপত্তা এবং তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ চুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি মিশ্রণে গ্যাসের পরিমাণ ১৫ করিতে চাইছে। এজন্য গ্যাসের ব্যবহার ২—৩ গুণ বাড়াইতে

হইবে। যদি আমরা এনার্জি বাস্কেটে ১৫ গ্যাস রাখিতে চাই, তবে গ্যাসের ব্যবহার ১৮০—২০০ বিসিএম পৌঁছাইতে হইবে।এর জন্য প্রথমত দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং দেশজুড়িয়া ভূতাত্ত্বিক ভাণ্ডারের জরিপ চালাইতে হইবে। যাহাতে আমদানি নির্ভরতা কমানো যায়। কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ সাশ্রয়ী মূল্যে নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে কাজ করিতে হইবে। দেশীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হইবে।গেইল-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি.সি. ত্রিপাঠি বলেন, ভারতে বড় আকারের গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক থাকিলেও তাহা মাত্র ৫০---৫৫ সক্ষমতায় চলিতেছে। তিনি জানান, পরিবহন খাত গ্যাসের অন্যতম বড় বাজার হইতে পারে, যাহা ডিজেলের ব্যবহার ও কার্বন নির্গমন কমাইতে সাহায্য করিবে।

স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক 'গ্রিন হাউস' গ্যাসের তালিকাতেও রহিয়াছে কার্বন ডাই অক্সাইডের নাম। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা জানাইয়াছে, এতদিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে যতটা 'দূষণকারী' মনে করা হইত আদৌ তাহা নয়। তাই 'গ্রিন হাউস' গ্যাসের তালিকা থেকে তাহাকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে।২০০৭ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, 'দূষণহীন বায়ু আইন'-এর অধীনে 'গ্রিনহাউস গ্যাস' হিসেবে চিহ্নিত কার্বন ডাই অক্সাইড। ফলে 'বাতাসের বিষ' হিসাবে চিহ্নিত ওই গ্যাসটি। কিন্তু মাস কয়েক আগে ইপিএ ঘোষণা করিয়াছে যে তারা কয়লা এবং গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের বর্তমান সীমারেখা বদলানোর চেষ্টা করিবে। কারণ, সেই সীমারেখার অন্যতম অংশীদার কার্বন ডাই অক্সাইড। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হইলে তাহা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা সংক্রান্ত সংস্থার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে। যাহা নিয়ে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ। তাঁহাদের অভিযোগ শিল্পগোষ্ঠীগুলির চাপেই এমন পদক্ষেপ করিয়াছেট্রাম্প সরকার। পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে কোন দেশকেই কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে চলিবে না। কেননা পরিবেশ সুরক্ষিত না থাকিলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে। স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা না করিয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রাখিয়া পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখিবার সমস্ত পথ উন্মোচিত করিতে হইবে। অন্যথায় সারা বিশ্বেই পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারে। অতএব সাধু সাবধান। সময় থাকিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় বিশ্ববাসকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। এর দায় নিজেদেরই গ্রহণ করিতে হইবে।

সুনামির ২০ বছর- যা দেখেছিলেন বিবিসি সংবাদদাতা

অমিতাভ ভট্টশালী

ঠিক কুড়ি বছর আগের এক ২৬শে ডিসেম্বর। ভূমিকম্পটা কলকাতায় বসে ঠিক টের পাওয়া যায়নি। তবে একটা অদ্ভুত খবর নানা জায়গা থেকে আসতে শুরু করেছিল একটু বেলার দিকে — নানা জায়গায় পুকুর উপচে নাকি মাছ পাড়ে উঠে আসছে!

এটা কি নতুন কোনও গুজব? না। গুজব ছিল না সেটা।

দুপুরের মধ্যেই সারা বিশ্ব জেনে গিয়েছিল যে, ভারত মহাসাগরে ঘটে গেছে এক মহাপ্রলয় — বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন সুনামি। সেসময় পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে এটা একেবারেই নতুন শব্দ।

তখনও জানি না যে ওই মহাপ্রলয়ের কয়েকজন জীবিত সাক্ষীর সঙ্গে আমার দেখা হবে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে, আর তাদের কাছে শুনতে হবে সেই বিভীষিকাময় ভোরের কাহিনী, প্রিয়জনের হাত ছেড়ে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ"।

ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলি ততক্ষণে তামিলনাড়ুর ছবি দেখাতে শুরু করেছে, তবে তখনও অজানা যে ইন্দোনেশিয়ার বান্দা- আচের সব থেকে কাছের যে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সেই আন্দামান-নিকোবরে কী ধ্বংসলীলা চালিয়েছে সুনামি।

লন্ডনের সহকর্মীদের অনেকেই তখন ছিলেন ক্রিসমাসের ছুটিতে, নানা জায়গায়। দ্রুত তাদের ডেকে আনা হয়।

এরপরেই ফোন আসে লন্ডন থেকে, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোনও যোগাযোগের নম্বর দরকার।

ওই দ্বীপপুঞ্জের খবরাখবর খুব কম মানুষই রাখতেন সে সময়ে। তবে কলকাতার এক সিনিয়র সাংবাদিকের কাছ থেকে যোগাড় করা গেল কয়েকটি নম্বর। তবে ফোন যাচ্ছে না কারও কাছেই।

একটি নম্বর ছিল আন্দামানের প্রধান শহর পোর্ট ব্লেয়ারের সরকারি সাংবাদিক-সম্পাদকের। তার ল্যান্ড-ফোনটি চালু ছিল। তার কাছে পাওয়া গেল কিছু খবর।

টিভিতে সুনামি ছাড়া তখন আর কোনও খবর নেই। ভয়াবহ কিছু ভিডিও দেখানো হচ্ছিল --- কিছু ভারতের, কিছু ইন্দোনেশিয়ার। সেসবই দেখছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। মাঝরাতে আন্দামানে যাওয়ার নির্দেশ মাঝরাতে, রাত বোধহয় রাত দেড়টা হবে, ফোন করে ঘুম ভাঙ্গালেন লন্ডনের সিনিয়র সহকর্মী মানসী বড়ুয়া। নির্দেশ এল "কাল সকালে আন্দামান যেতে হবে তোমাকে।"

রাত প্রায় দুটো, ঘুম ভাঙ্গিয়েছিলাম সেসময়ের সরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক কর্মকর্তাকে। জেনে নিয়েছিলাম যে সকাল থেকে পর পর দুটো ফাঁকা বিমান যাবে পোর্ট ব্লেয়ার — ত্রাণ নিয়ে যাবে আর সেখানে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করে আনবে। তার কোনও একটাতে আমি যেতে পারি যাত্রী হিসাবে। এরপরের ফোন পোর্ট ব্লেয়ারের সেই সাংবাদিক সম্পাদক অসীম পোদ্দারকে --- 'আমি কাল সকালে পৌঁছাব।' তিনি সেই সময়ে ছিলেন আন্দামান প্রশাসনের ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক। রাতে আর ঘুম হয়নি, তবে পরের কয়েক সপ্তাহও যে ভালো করে ঘুমোতে পারব না, সেটা তখনও জানি না। ভোরবেলা রেডিও যন্ত্রপাতি, জামাকাপড় নিয়ে রওনা হলাম অজানার উদ্দেশে। টিকিট কেটে প্লেনে ওঠার সময়ে দেখি, যাত্রী আমি একাই! একটা গোটা প্লেনে একা আমি --- অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়েই আকাশে উড়েছিলাম ২৭শে ডিসেম্বর ভোরে। সবুজ-নীল, শান্ত সমুদ্র পোর্ট ব্লেয়ারের বীর সাভারকার বিমানবন্দরে নামার আগে যখন বিমানটা চক্কর কাটছিল, তখন নিচের শান্ত, সবুজ-নীল সমুদ্র দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে মাত্র একদিন আগে কী প্রলয় ঘটিয়েছে ওই শান্ত নীল জল!

বিমানবন্দরে নেমেই প্রথম যে সমস্যায় পড়লাম, সেটা হলো মোবাইল ফোন চলছে না! আসলে সেটাই ছিল শুরু - মোবাইল ফোন ছাড়া, ইন্টারনেট ছাড়া সংবাদ পাঠানোর যে অভিজ্ঞতা ওই কয়েক সপ্তাহ হয়েছিল, তা সারাজীবন মনে থাকবে।

ওই সাংবাদিক-সম্পাদক প্রাথমিক ব্রিফিং দিয়েছিলেন ক্ষয়ক্ষতির — তবে সেটা শুধুই পোর্ট ব্লেয়ারের কাছাকাছি অঞ্চলের। কারণ বাকি বিশাল দ্বীপপুঞ্জ সুনামির পর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

বিশেষত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যেসব অঞ্চলে জনবসতি আছে - ভারতীয় নৌবাহিনীর বড়সড় এয়ারবেস কার নিকোবর বা ভারতের শেষ ভূখণ্ড ক্যাম্পবেল বে, কাচাল, কামোর্তা, লাপাতি, মালাক্কা--- কোনও এলাকার সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি তখনও।

ট্যাক্সি নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিলাম বাঙালি অধ্যুষিত চোলদারি নামের একটা গ্রামের দিকে। পোর্ট ব্লেয়ার শহর থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। চোলদারির দিকে যেতে যেতেই নাকে এল দুর্গন্ধ। চারদিকে শুধুই জল--- মাঝে মাঝে ভাসছে পশুর মৃতদেহ আর দেখা যাচ্ছে জলে ডুবে যাওয়া বাড়ি।

সেই চোলদারি গ্রামটিকে অবশ্য বছর দুয়েক আগে গিয়ে চিনতেই পারিনি প্রথমে। সেটা এখন ঝাঁ চকচকে এক শহরতলি।

পুরনো রেকর্ডিংগুলো খুঁজে এখন শুনতে পেলাম চোলদারির বাসিন্দা, ৭৪ বছর বয়সি সুলতা মধু সুনামি শুরু হওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন আমাকে।

পুরনো নোটবুক খুঁজে দেখতে পাচ্ছি, তার পরিচয় হিসাবে লিখে রেখেছিলাম ১৯৫০ সালে ১০ বছর বয়সে বরিশাল থেকে পরিবারের সঙ্গে ভারতে চলে এসেছিলেন তিনি। তারপর কলকাতা থেকে "মহারাজা" জাহাজে চেপে অন্য শরণার্থীদের সঙ্গে আন্দামানে ঠাঁই হয়েছিল তার।

'সেদিন আমি চা খাচ্ছিলাম, তখনই ভূমিকম্প শুরু হয়। একটু পরে আমি ক্ষেতের ধান দেখতে যাই, পাশেই পুকুর। সেখানে দেখি মাছগুলো সব লাফিয়ে উঠে আসছে। পরে বুঝেছিলাম ভূমিকম্পে পুকুরের নিচের মাটি ফুঁড়ে সাগরের লবণ-জল ঢুকে গেছে।' 'এরপরেই বিশাল বিশাল ঢেউ আসতে দেখি। ছেলেরা বলেছিল দৌড়াও। কিন্তু ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দৌড়াব কী করে! এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম, ঢেউ এসে আমাকে আছড়ে ফেলে দেয়। তখনই অজ্ঞান হয়ে যাই।'

জলের তোড়ে ওই দূরের পাকা রাস্তায় ভেসে চলে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে অন্য মানুষরা আমাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে,' বলেছিলেন মিসেস মধু।

ছোট মেয়েটার হাত ছেড়ে গেল চোলদারি থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বড় নৌবাহিনীর ঘাঁটি কার-নিকোবরের লাপাতি গ্রামের বাসিন্দা, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বি ভাসুদেভের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সুনামির বেশ কয়েক বছর পরে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন ২০০৪ সালের সেই ভয়ঙ্কর সকালের ঘটনাক্রম।

'আমি এক সহকর্মীর সঙ্গে চা খেতে গিয়েছিলাম। আর আড়াই বছরের ছোট মেয়ে জ্যোতিপ্রিয়া আর আট বছরের বড় মেয়ে গ্রামের একটা মন্দিরে গিয়েছিল। হঠাৎই প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সমুদ্র কয়েক কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রী আর মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়তে শুরু করি আমি।'

'লাপাতি স্কুলের দিকে জঙ্গল আছে, সবাই সেদিকেই দৌড়চ্ছিল। আমি বড় মেয়েটার হাত ধরেছিলাম আর স্ত্রী ধরেছিলেন আড়াই বছরের ছোট মেয়েটাকে। প্রথম ঢেউটাতে জল প্রায় কাছে চলে এসেছিল,' বলছিলেন মি. ভাসুদেব।

'কিন্তু দুনম্বর ঢেউটা আছড়ে পড়তেই ছোট মেয়েটার হাত ছেড়ে গেল। প্রচণ্ড চিৎকার করে কাঁদছিল বাচ্চাটা। ঢেউ সরে যাওয়ার পরে সেখানে শুধু বালি — মেয়েটা বোধহয় তার নিচেই চাপা পড়ে গেল,' যোগ করেন তিনি। তিনি আরও বলেছিলেন, 'ততক্ষণে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে --- একটা টিনের আঘাতে স্ত্রীও ভেসে গেল — শুধু বলেছিল আমি চললাম — মেয়েটাকে দেখ। বড় মেয়েটার হাত ধরে সামনের একটা বড় নিম গাছে চড়ার চেষ্টা করছিলাম, তখন দেখি এক প্রতিবেশীর ছোট বাচ্চা মেয়েটাও সামনে চলে এসেছে--- তার মা-ও ভেসে গেছেন। নিজের আর প্রতিবেশীর মেয়েকে গাছে তুলে সেখানেই বিকেল পর্যন্ত বসে ছিলাম আমি।' এক সপ্তাহ পরে মেয়ের হাত ধরে নানা ত্রাণ শিবিরে ঘুরতে ঘুরতে এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয় মি. ভাসুদেভের। তার কাছেই খবর পান যে তার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি আছেন। একমাত্র জীবিত মেয়ের হাত ধরে হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বি ভাসুদেভ। জানতে পারেন, যেখান থেকে ভেসে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী, সেখান থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে উদ্ধার করা হয়েছিল তাকে। লাপাতি গ্রামেরই যুবক রভি। একটা টেলিফোন বুথ চালাতেন তিনি। সুনামির সময়েই জঙ্গলের দিকে পালিয়েছিলেন। ঘণ্টা তিনেক পরে জল ভেঙ্গে নিজের বাড়ীর অবস্থা যখন দেখতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চারদিকে শুধু চেনা-আধা চেনা মানুষের মৃতদেহ। টেলিফোন বুথের সামনে শয়ে শয়ে মানুষ প্রথমদিন চোলদারি গ্রাম থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে ফেরার সময়ে দেখছিলাম প্রতিটা ফোন বুথের সামনেই লম্বা লাইন। জীবিত মানুষরা তখন দেশের মূল ভূখণ্ডে ফোন করার চেষ্টা করছেন, পরিবারকে খবর দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে বেঁচে আছেন তিনি। আমাকেও ঘণ্টা দুয়েক লাইনে দাঁড়িয়ে খবর পাঠাতে হয়েছিল প্রথম দিন। যে হোটেলে ছিলাম, তারা বলেই দিয়েছিলেন যে বারে বারে ছোট ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে, রাতে সাবধানে থাকতে হবে। একটা টেলিফোন কাজ করছিল, তা দিয়েই সংবাদ পাঠাতে শুরু করি — ইন্টারনেট তখনও নেই।

সেই প্রথম রাত থেকেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে কাজের যন্ত্রপাতি, টাকার ওয়ালেট সঙ্গে নিয়ে ঘুমানোর। মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠত হোটেল ভবন — আর দৌড়ে সবাই বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতাম। এতটাই মনের মধ্যে "কম্পন"-এর ভয় বাসা বেঁধে গিয়েছিল যে আন্দামান থেকে ফিরে আসার বেশ কয়েকমাস পর পর্যন্তও আমি ঘুমের মধ্যে "শেক", "শেক" (ভূমিকম্প) বলে চেঁচিয়ে উঠতাম।

পাশের একটি হোটেল এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে সেখানকার আবাসিকরা কেউ রাতে ঘরে থাকার ঝুঁকি নিতেন না।

রাস্তাতেই গদি পেতে দিত ওই হোটেলের কর্মীরা -পর্যটকরা সেখানেই ঘুমাতেন কোনমতে।

ভারতের শেষ ভূখণ্ডের দিকে কয়েকদিন পরে সকালে খবর পেলাম ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটা বড় এয়ারক্রাফ যাবে ক্যাম্পবেল বে পর্যন্ত। ভারতের শেষ ভূখণ্ড ক্যাম্পবেল বে-তে সেটাই প্রথম উদ্ধারকারী বিমান যাবে। সেই আইএল ৭৬ বিমানে চেপে পৌঁছিয়েছিলাম ক্যাম্পবেল বে-তে। বিমানঘাঁটির রানওয়েতে তখন বহু মানুষ অপেক্ষা করছেন এই আশা নিয়ে যে বিমানে চাপিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হবে। বিমানবাহিনীর এক কর্মী আমার সাংবাদিক পরিচয় শুনে এগিয়ে এসে বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় আমার বাড়ি। দয়া করে একটা ফোন করে খবর দেবেন যে আমি বেঁচে আছি!' সেদিন অনেক রাতে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে তার বাড়িতে ফোন করে খবরটা দিতে পেরেছিলাম। বিশ্বের তৃতীয় সবথেকে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প আর ভয়াবহ সুনামির তিনদিন পরে ঘরের ছেলে যে বেঁচে আছে, সেটা জানাতে পেরেছিলাম। স্থানীয় এক যুবকের মোটরসাইকেলে চেপে চলে গিয়েছিলাম ধ্বংসাবশেষ দেখতে, যদিও বিমানবাহিনীর অফিসারেরা বারবার বলে দিয়েছিলেন যে বেশি দূরে যেন চলে না যাই আমরা।

একটা চার্চ চোখে পড়েছিল — কয়েকদিন আগেই পালিত হওয়া ক্রিসমাসের নানা সাজ তখনও দেখা যাচ্ছে, তবে চার্চ ভবনটা মাঝখান দিয়ে দুভাগ হয়ে গেছে, জানলা, দরজা নেই, চার্চের ভেতরের চেয়ার, আলমারি উড়ে এসে পড়েছে রাস্তায়।

চারদিকে দুর্গন্ধে বমি উঠে আসছিল। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে মানুষের কথা শুনছিলাম। হঠাৎই চোখে পড়ল একটা রাস্তা নির্মাণের বড় রোডরোলার উল্টিয়ে পড়ে আছে, নিচে চাপা পড়েছে একটা গাড়ি।

কয়েকজন যুবক বললেন, ওই রোলারটা ছিল সমুদ্রের ধারে একটা সরকারি জমিতে — প্রায় দুই কিলোমিটার ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে অতিভারী ওই রোলারটি।

গণেশ নামে এক স্থানীয় দোকানদার জানিয়েছিলেন, 'বহু মানুষ সুনামিতে ভেসে চলে গেছেন আমরা কয়েকজন কপাল জোড়ে বেঁচে গেছি। মৃতদেহ এখানে দেহ দেখা যাচ্ছে না, তবে আশপাশের দ্বীপগুলিতে বালিতে চাপা পড়ে আছে সেসব।'

চারদিকে জল, তবে খাওয়ার জল নেই কোথাও। সাংবাদিকদের দেখে কয়েকজন সেই ক্ষোভ উগরিয়ে দিয়েছিলেন।

বিমানঘাঁটিতে যেন শত্রুপক্ষের হামলা কয়েক ঘণ্টা পরে বিমানটি ফিরতি পথ ধরল — এবার মাঝপথে থামবে আন্দামান-নিকোবরের সবথেকে বড় বিমানঘাঁটি কার-নিকোবরে। সেই বিমানঘাঁটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন শত্রুপক্ষের বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। কর্মী-অফিসারদের আবাসন, এমনকি সেখানকার তৎকালীন কমান্ডার --- উইং কমান্ডার ভিভি ব্যানার্জীর বাংলো ধুলোয় মিশে গেছে। এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার ভেঙ্গে পড়েছে। ওই বিমানঘাঁটিতেই একশোরও বেশি বিমানবাহিনীর কর্মী-অফিসার মারা গিয়েছিলেন সুনামিতে। উইং কমাণ্ডার ব্যানার্জী আমাকে বলেছিলেন, 'গ্রামের পর গ্রাম ধুয়ে মুছে গেছে। এই বিমানঘাঁটি একেবারে শূন্য থেকে আবারও গড়ে তুলতে হবে আমাদের।' তার কর্মী-অফিসারেরা কিন্তু থেমে ছিলেন না। বানওয়েতে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষকে লাইন করিয়ে বসিয়ে রেখেছিলেন তারা। এদের অনেকে চারদিন ধরে অপেক্ষা করছেন একই জায়গায় — কখন বিমানবাহিনী উদ্ধার করে নিয়ে যাবে!

ওদিকে আইএল-৭৬ বিমান থেকে ত্রাণ সামগ্রী নামানো হচ্ছিল। স্থানীয় যারা ত্রাণ সামগ্রী নামানোর কাজে এগিয়ে আসছিলেন, তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে বিমানে আগে ওঠার সুযোগ পাবেন তারা। বিমান বাহিনীর এক তরুণ অফিসার বলছিলেন, 'তিন দিন ধরে স্নান করতে পারি নি। সামান্য খাবার জুটছে আমাদের। আর এই মানুষগুলোও বলতে গেলে না খেয়েই লাইন করে বসে আছে।' সন্ধ্যে হয়ে আসছিল তখন। ফিরতি বিমানে চেপে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরেছিলাম সুনামিতে বেঁচে যাওয়া বহু মানুষের সঙ্গে --- বিমানের মেঝেতে বসে।

রিলিফ ক্যাম্পে নববর্ষ নানা ধরনের খবরাখবর সংগ্রহ করে বিবিসি রেডিওর জন্য পাঠানো তখন এক যুদ্ধ ছিল রীতিমতো। প্রথম পাঁচ ছয় দিন সেই লড়াই করার পরে সন্ধান পেলাম একটি সরকারি দফতরের ইন্টারনেট চালু করা হয়েছে।

সেখানকার কর্মকর্তা আবার আমারই বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র। সেই ব্যবস্থা করে দিল যাতে আমি, এবং শুধু আমিই তার দফতরের ইন্টারনেট ব্যবহার করে খবর পাঠাতে পারি।

এদিকে হোটেলেও স্নানের জল নেই পর্যাপ্ত। তাই ঘামের গন্ধ ঢাকতে বোতল বোতল সুগন্ধি কিনছি। এক লিটার খাবার জলের দাম পৌঁছিয়েছে ৫০ টাকায় — যেটার আসল দাম ২০ টাকা। এরই মধ্যে চলে এল ৩১শে ডিসেম্বর — শুরু হবে নতুন বছর। মাঝরাতের একটু আগে গিয়েছিলাম পোর্ট ব্লেয়ারেরই এক ত্রাণ শিবিরে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে দলে দলে সুনামি-পীড়িতদের সেখানে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন। একটি বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, হাতে তার মামার দেওয়া একটা ছোট্ট পুতুল ধরা ছিল। তার চোখের দৃষ্টিটা কীরকম যেন শূন্য লেগেছিল। সে আমাকে নির্লিপ্তভাবে বলেছিল কীভাবে ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার বাবা-মাকে। প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করেছিলেন। পাশে বসেছিলেন আরেক যুবক। তার সঙ্গে কথা বলতে যাব, এমন সময়ে পাশের গির্জাঘর থেকে ঢং ঢং করে বেজে উঠেছিল রাত বারোটার ঘণ্টা—নতুন বছরের সূচনা ঘোষণা করে। শক্ত সমর্থ ওই যুবক কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'আর নতুন বছর — আমাদের তো সব শেষ।' এতগুলো বছর পরে তারা শোক হয়তো কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, নতুন করে জীবনও শুরু করেছেন আন্দামান নিকোবরের বাসিন্দারা। পর্যটকরা আবারও হাজারে হাজারে পৌঁছন ওই দ্বীপ-ভূমিতে। পোর্ট ব্লেয়ারের সুনামি স্মারকে অবশ্য পর্যটকরা খুব বেশি যান না। তবে বি ভাসুদেভ আর তার স্ত্রী ছোট মেয়ের জন্মদিনে প্রতিবছরই নতুন জামাকাপড় নিয়ে হাজির হতেন একটা সময়ে সেখানে।

তার কোনও ছবিও নেই মি. ভাসুদেভের পরিবারের কাছে। সে শুধুই একটা নম্বর — সুনামি স্মারকে ৫৫৭ নম্বরে নাম আছে আড়াই বছরের জ্যোতিপ্রিয়ার। বেঁচে থাকলে আজ সে হয়ে উঠতো ২২ বছরের তরুণী!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় মজদুর মনিটরিং সংঘের উদ্যোগে গণেশ চতুর্থীর আয়োজন করা হয়।

পাঞ্জাবে বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক: সতর্কতায় একাধিক জেলা, নদীগুলি প্রবল স্রোতে বিপদসীমার ওপরে

চণ্ডীগড়, ২৭ আগস্ট: টানা বৃষ্টির ফলে পাঞ্জাব জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে। রাজ্যের প্রধান জলাধারগুলিভাকরা, পং, রঞ্জিত সাগর ও শাহপুর কান্ডি ড্যামতাদের সর্বোচ্চ অনুমোদিত জলস্তরের কাছাকাছি কিংবা তা ছাড়িয়েছে। এই অবস্থায় শুক্রবার সকাল থেকে পাঞ্জাবের পাঠানকোট, গুরুদাসপুর, হোশিয়ারপুর, কপুরথলা ও ফিরোজপুর জেলা প্রশাসন হাই অ্যালার্ট জারি করেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে, ফলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভাকরা ড্যামের সর্বোচ্চ জলস্তর ১৬৮০ ফুট হলেও মঙ্গলবার সকালে তা ছিল ১৬৭১.৪৯ ফুট, মাত্র ৯ ফুট কম। ওই সময়ে ইনফ্লো ছিল ৩৯,১৩৩ কিউসেক, আর আউটফ্লো ছাড়িয়েছে ৪৩,৮০০ কিউসেক। পং ড্যাম (সর্বোচ্চ ১৩৯০ ফুট) ইতিমধ্যেই পূর্ণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে গিয়ে ১৩৯৩.১৩ ফুটে পৌঁছেছে। ইনফ্লো ছিল ১.৯২ লক্ষ কিউসেক এবং আউটফ্লো ছুঁয়েছে ৯৪,৮৪৫ কিউসেক, যা বিস্তীর্ণ বিস-ক্যাচমেন্ট এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করছে। রঞ্জিত সাগর ড্যামেও জলস্তর ৫২৬.৬৭ মিটার পৌঁছেছে (সর্বোচ্চ ৫২৭.৯১ মিটার)। এর আউটফ্লো হয়েছে ২ লক্ষ কিউসেক, যা রবি নদীর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে।

সুতলজ ও বেয়াস নদী সংলগ্ন অঞ্চলগুলি জলের চাপে বিপর্যস্ত। গিদ্দারপিণ্ডি এলাকায় সুতলজ নদীর প্রবাহ ছিল ৫৭,৯০০ কিউসেক। হারিকে এলাকায় (যেখানে সুতলজ ও বেয়াস একত্রিত হয়) বুধবার সকালেই জলস্তর পৌঁছায় ২.৬০ লক্ষ কিউসেক। হুসাইনিওয়ালার ডাউনস্ট্রিম, যেখানে জল পাকিস্তানের দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানে জলের প্রবাহ রাতারাতি ২.৪৬ লক্ষ কিউসেক থেকে বেড়ে ২.৫৭ লক্ষ কিউসেকে পৌঁছায়। ঘগর নদী, যা সাধারণত শান্ত থাকে, সেখানে সর্দুলগড় ব্রিজে জলের প্রবাহ ২৮,৪৮০ কিউসেক ছাড়িয়েছে।

নওশেরা মিরথলে বেয়াস নদীতে ৭০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়েছে। পাশি ও ধিলওয়ান এলাকায় ১.৮৫ থেকে ১.৬৭ লক্ষ কিউসেক প্রবাহ রেকর্ড হয়েছে। মাধোপুর এলাকায় রবি নদীর জলপ্রবাহ ২.১২ লক্ষ কিউসেকে পৌঁছেছে। রবি নদীর উপনদী উঝ-এ প্রবাহ হয়েছে ২.৫ লক্ষ কিউসেক, যা রবি নদীর জলস্তর আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ড্রেনেজ বিভাগ জানিয়েছে, রোপড়-ফিল্লৌর অঞ্চলে সুতলজ নদীর জল বাড়ছে। গিদ্দারপিণ্ডি-ইউসুফপুর সেক্টরে ৫৭,৯০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হচ্ছে, ফলে প্রায় ৩৫,০০০ একর কৃষিজমি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা। হারিকে-হুসাইনিওয়ালা অঞ্চলেও পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হয়ে উঠছে। প্রশাসনের মতে, যদি বর্ষণ এই হারে চলতে থাকে, তবে পাঞ্জাবের দোয়াবা ও মালওয়া অঞ্চলের বাঁধে ফাটল ধরার আশঙ্কা অস্বীকার করা যায় না।

পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রয়েছে। নিচু এলাকা থেকে মানুষকে সরানো এবং বিপদাপন্ন বাঁধগুলিতে বালির বস্তা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। নদীতীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু স্থানে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং নদীর ব্রিজের আশেপাশে অপ্রয়োজনীয় চলাচল থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এনডিআরএফ, সেনা ও অন্যান্য সংস্থার যৌথ উদ্ধার অভিযান চলছে। বুধবার অমৃতসর (গ্রামীণ) জেলার এসএসপি মনিন্দর সিং জানান, অজনালার প্লাবিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চালাতে নৌকা নামানো হয়েছে। অমৃতসর ডেপুটি কমিশনার সাক্ষী সওহনি এলাকা পরিদর্শনে যান। পাঠানকোট জেলায় রবি নদীর জল বৃদ্ধি পেয়ে ভারত-পাক সীমান্ত সংলগ্ন বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

সুজানপুর, আটেপুর ও বাহেরি অঞ্চলে উদ্ধারকাজে এনডিআরএফ মোতায়েন করা হয়েছে। পাঠানকোট ডেপুটি কমিশনার আদিত্য উপ্পল সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং জরুরি সহায়তার জন্য কন্টোল রুমে যোগাযোগ করতে বলেছেন। পাঠানকোটে 'সৎসঙ্গ বেয়াস সেন্টার' ও 'গোসাইপুর'-এ দুটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

পং, ভাকরা ও রঞ্জিত সাগর ড্যাম থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের ক্যাচমেন্ট এলাকায় টানা বর্ষণের ফলে সুতলজ, বেয়াস ও রবি নদী তীরবর্তী পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বহু নিচু এলাকা ও কৃষিজমি ইতিমধ্যেই জলের নিচে চলে গেছে।

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি হল পাঠানকোট, গুরুদাসপুর, ফাজিলকা, কপুরথলা, তরণ তারণ, ফিরোজপুর ও হোশিয়ারপুর। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

WALK-IN INTERVIEW

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk in-interview for one (01) post of Project Assistant under the ICAR-IIPR sponsored Project "Promotion of Pulses in NEH Region (Tripura)" at College of Agriculture, Tripura to be held on, 30th August, 2025 at College of Agriculture, Tripura.

Essential Eligibility Criteria	Desirable Qualification	Emoluments
B.Sc. in Agriculture/ Horticulture	One year experience in any project related to Agricultural Science	Rs. 15,000/- (Fixed)

Terms and Conditions:

1. Maximum age limit for application is 35 years.
2. No TA/DA and official accommodation is provided for appearing in the interview.
3. The offer is purely contractual, initially for 11(Eleven)months and is co-terminus with the completion of the project with no provision of regular employment.
4. No earned leave/medical leave is admissible. However, one (1) casual leave per completed month is permissible.
5. If the candidate does not perform duties of the project as desired by the authority/PI, the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanation.
6. The candidate should bring all the relevant certificate, marksheet, experience certificate, publications etc. in original for verification.
7. The Principal, College of Agriculture, Tripura reserves the right to cancel/postpone/reject the interview without any reason thereof.

ICA/D862/25

Sd/- (Prof. Debashish Sen)
Principal
College of Agriculture, Tripura Lembucherra, West Tripura

PNIT NO.: 35/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 25/08/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1)	DNIT No.102/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 pm On 01/09/2025	At 4.00 pm on 01/09/2025 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2035/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Susanta Debbarma) Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B),
Mohanpu, west Tripura.

আগরতলা পুর নিগম
তৌজি বিভাগ
আগরতলা
নোটিশ

No. F.45/TOUJI/AMC/CZ/2019. **Dated:26/08/2025.**

আগরতলা পুর নিগমের অধীনে মার্কেট স্টলের তৌজির হস্তান্তর পক্রিয়া সুস্থ ভাবে সম্পাদন করিবার জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে তৌজির হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের অফিসে জমা দিয়েছেন।
উক্ত হস্তান্তর পক্রিয়া বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে প্রকৃত তৌজিদারের অনুপস্থিতির কারণে। প্রক্রিয়াটিকে সহজ করার লক্ষ্যে, মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নে প্রকৃত তৌজিদার এবং হস্তান্তরের আবেদনকারীর নাম, তৌজি নম্বর এবং বাজারের নাম সহ উল্লেখ করা হইল।

Sl No.	Touji No	Original Toujider	Name or Applicant	Name of Market	Remark
1	22BSM0230	Sri. Shibu Rabidas S/O - Sri. Raimohan Rabidas	Sri. Subrata Shil S/O- Sri. Sankar Ch. Shil	Battala Super Market	
2	21MGB1019 & 21MGB1011	Sri. Arun Kumar Banik S/O- Lt Nani Gopal Banik	Sri. Arun Kr. Banik S/O- Lt. Nani Gopal Banik Sri. Dhirendra Saha and Sri. Kshitish Ch. Saha	Maharaj Ganj Bazar	
3	21MGB1877	Sri. Sushanta Datta S/O.- Lt. Sukumar Datta	Sri. Jiban Saha S/O- Lt. Hari Narayan Saha	Maharaj Ganj Bazar	

উক্ত আবেদনকারীর পক্ষে/ বিপক্ষে যদি কোনও দাবি বা আপত্তি থাকে তাহলে আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের আধিকারীক এর অফিসে, অফিস চলাকালীন সময়ে সাদা কাগজে লিখিত অভিযোগ প্রমান সহ আগামী সাত দিনের মধ্যে (২৯/০৮/২০২৫ থেকে ০৪/০৯/২০২৫) জমা দিতে হইবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ জমা না দিলে তৌজি হস্তান্তরের আবেদনকারীর দরখাস্ত সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপরে উল্লেখিত তৌজির জন্য আবেদনকারীর নাম হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া এক তরফা ভাবে গ্রহণ করা হইবে।

ASSISTANT MUNICIPAL COMMISSIONER
CENTRAL ZONE AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

ADDENDUM
The e-Tender vide PNIT no-22/EE/Agri/W/2025-26 dtd-13/08/2025 bearing

U.No.198/Sect./Agri./Horti/2025-26. The following points have been added for information to all as per Pre-bid meeting held on 26/08/2025 at 11.30 a.m.

1. All specifications should be followed as per N.H.B/N.H.M guidelines.
2. For High-Tech poly pan and pad the top should be dome shaped and top ventilation is not required.
3. The modification of hardening chamber would be dome shaped and 08 (eight) nos of air circulation fan is required.
4. Size of the natural ventilated poly house for the supplied planting materials is 30 m x 16m which has already been constructed.
5. 01 (one) year AMC is included after completion of the project.
6. Other terms & conditions will remain same.

ICA/C/2037/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West),
Div-I Department of Agriculture & F. W,
Agartala, Tripura West

যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ শতাংশ শুল্কে ধাক্কা, মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে কটাক্ষ কংগ্রেসের

নতুন দিল্লি, ২৭ আগস্ট :ভারতের রাশিয়া থেকে তেল আমদানির জেরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ অতিরিক্ত শুল্ক বুধবার (২৭ আগস্ট, ২০২৫) থেকে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের উপরে মোট শুল্কের হার দাঁড়াল ৫০ শতাংশে। এই প্রসঙ্গে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি একে মোদি সরকারের "তথাকথিত বিদেশনীতি"-র ফলাফল বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা দেশের লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হারানোর কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ একে "ট্রাম্প ডাবল ট্যারিফ" বলে অভিহিত করেছেন এবং জানান, এতে ভারতের শ্রমনির্ভর রপ্তানি শিল্প যেমনবস্ত্র, রত্ন ও গয়না, চামড়া, সামুদ্রিক পণ্য এবং প্রকৌশল খাতে বড় ধাক্কা আসবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৬ আগস্ট একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেন, রাশিয়া থেকে "পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ" তেল আমদানির কারণ দেখিয়ে। এর আগে, ৩১ জুলাইও ২৫ শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প।

এই পটভূমিতে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট, ২০২৫) নয়াদিল্লিতে এক বক্তব্যে ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকা বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জানিয়েছেন, "কেউ একজন খুব একটা খুশি নন আপনার উপর।" তবে, তিনি আশ্বাস দেন, "আপনি এত বড় দেশ, এই ধরনের অস্বস্তি মোকাবিলা করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে।" ভারতের "স্বদেশী" অভিযানের পটভূমিতে, প্রধানমন্ত্রী মোদি মঙ্গলবার দেশবাসীকে 'ভোকাল ফর লোকাল' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রপ্তানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় উৎপাদন ও চাহিদার উপর জোর দেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

ফিজির প্রধানমন্ত্রী রাবুকা তিনদিনের সফরে রবিবার ভারতে পৌঁছান।

সোমবার দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও সমন্বয়ের জন্য যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়।

'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স'-এ 'ওসেন অফ স্পেস' শীর্ষক ভাষণে রাবুকা বলেন, এই শান্তির বার্তা গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এখন তাঁদের লক্ষ্য। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে মোদিও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গেও এর আগের আলোচনায় এই বিষয়টি উঠে এসেছিল বলে জানান রাবুকা। তিনি বলেন, "বিশ্ব যেন এক পরিবার, আর পরিবারে ছোটদের কষ্ট হলে বড়রাও মনোযোগ দেয়এটাই আমাদের দর্শন।"

তিনি আরও বলেন, "ভারত ও ফিজি মিলে এই "ওসেন অফ স্পেস" ধারণাকে কেবলমাত্র প্যাসিফিক অঞ্চলে নয়, সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বাস্তবায়িত করতে পারে।"

মোদি-রাবুকা বৈঠকে উভয় দেশই ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, সমুদ্র নিরাপত্তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মতো বহু ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর অঙ্গীকার করে।

মণিপুরে একাধিক অভিযান: জঙ্গি গ্রেফতার অস্ত্র উদ্ধার ও মাদক বিরোধী সফলতা পুলিশের

ইমফল, ২৭ আগস্ট : মণিপুর রাজ্যে একাধিক সম্মিলিত নিরাপত্তা অভিযানে ২৬ আগস্ট উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে রাজ্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। সন্ত্রাসবাদ দমন, অস্ত্র উদ্ধার, মাদক বিরোধী অভিযান এবং গাড়ি চুরি রোধসবকিছু মিলিয়ে একদিনেই চারটি বড় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখে দিয়েছে পুলিশ।

ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই থানার অন্তর্গত নাপেট পল্লি এলাকায় এক গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে নিষিদ্ধ বিদ্রোহী সংগঠন প্রিপাক (প্রো)-এর এক সক্রিয় সদস্য নংমৈথেম নাওচা মৈতৈ (২৬)-কে। ওই যুবক ইয়াইনগাংপোকপি মাখা লেইকাই এলাকার বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছিল। তার গ্রেফতারে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, কারণ সংগঠনটির বিরুদ্ধে চলমান অভিযানকে এটি আরও গতিশীল করবে।

এদিকে, জিরিবাম জেলার রাশিদপুর এলাকায় একটি পৃথক অভিযানে বিশাল অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। জঙ্গি কার্যকলাপের বড় প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে এই অস্ত্রভাণ্ডারটিকে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি ৭.৬২ মিমি সেল্ফ-লোডিং রাইফেল, একটি ৫.৫৬ মিমি ইনসাস রাইফেল, দুটি পিস্তল এবং ৪১ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গুলি। এছাড়াও পাওয়া গেছে ছয়টি হ্যান্ডহেল্ড রেডিও সেট ও একটি চার্জার, যা বিদ্রোহীদের মধ্যে সুসংগঠিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেয়। আরও উদ্ধার হয়েছে দুটি রাইফেল ম্যাগাজিন, একটি গুলির ব্যাগ (অ্যামুনিশন পাউচ), এবং দুটি জঙ্গল শু। এসব সামগ্রী দেখে ধারণা করা হচ্ছে যে বিদ্রোহীরা কঠিন ভূখণ্ডে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকার মতো প্রস্তুতি নিয়ে চলছিল।

চূড়াচাঁদপুর জেলার এস. মুন্নুয়াম এলাকা থেকেও আসে আরেকটি বড় সাফল্য, যেখানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে ৪৯ বছর বয়সী মান্নেইহোই বাইতেকে। তার বাড়িতে চালানো তল্লাশিতে পাওয়া যায় ১,২০০টি ডব্লিউওয়াই ট্যাবলেট, যার বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এটি মণিপুরে চলমান মাদক চক্রের বিরুদ্ধে এক বড় আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মান্নেইহোই বাইতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

অন্যদিকে, গাড়ি চুরির অভিযোগে ঠৌবাল জেলার লিলং হাওরেইবি আওয়াং লেইকাই এলাকা থেকে দুইজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম মোঃ আশিকুর রহমান (২৫) এবং মোঃ ইয়ুমখাইবাম মোশিল খান (২৩)। পুলিশ তাদের বাড়ি থেকে একটি চুরি হওয়া অল্টো গাড়ি এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা আরও কিছু চুরির ঘটনার সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারে।

মণিপুর পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, একদিনে বিভিন্ন ফ্রন্টে একযোগে এই সাফল্য রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ভবিষ্যতে আরও কঠোর অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার এবং চোরাচালান চক্রকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৮০ ফুট কাঠ, গ্রেপ্তার চালক সহ তিন

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : পাচারকালে খোয়াইয়ের জাতীয় সড়কে কাঠ বোঝাই করি আটক করে পুলিশ। মোট ৮০ ফুট কাঠ উদ্ধার হয়েছে। সাথে গাড়ির চালক সহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ।জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে খোয়াই পুলিশ নাকা চেকিংয়ে বসে। ওই সময় খোয়াই জাতীয় সড়ক দিয়ে একটি লরি আসলে ওই গাড়িকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থামতে বলা হয়েছে। ওই লরি থেকে প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান কাঠ উদ্ধার হয়েছে। গাড়ির মালিককে ওই কাঠের প্রয়োজনীর নথি দেখতে বললে সে দেখাতে পারেন নি। সাথে সাথে পুলিশ বনদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে। ওই লরি থেকে প্রায় ৮০ ফুট কাঠ উদ্ধার করেছে। সাথে গাড়ির চালক সহ তিনজনকে আটক করেছে।

SONAMURA, SEPANIJALA, IMMI una
(Judicial Section)
No. F.62(6)/V-ix/SDM/SNM/JDL/2024-25/1198 - 201
T.R.L.R. FORM 29 (See rule 92 (1)) Dated: 25 /08/2025
Proclamation of sale of immovable property

Whereas the immovable property described below has been attached for the recovery of Rs. 50,000/- On account of Distraint Warrant case due from Abdul Choban, Son of Lt- Haydar Ali resident of Village-Sonapur, Tehsil- Urmai, Thana - Sonamura, Sub-Division plus Rs on account of process fees. In connection with Case bearing No. Misc. 11 of 2025 (Arising out of PRC(WP) 59 of 2024).

Proclamation is hereby made that unless the total amount aforesaid be paid before the day here in fixed for sale, the said property shall be sold by public auction at residence of Abdul Choban on 30th, August day of 2025 by or about 11.00 O'clock.

The sale exten is only to the right, title and interest of the said defaulter in the said property.

ICA-C- 2031/25

Sub- Divisional Magistrate Sonamura,
Sepahijala Tripura

To
Abdul Choban, Son of Lt- Haydar All resident of Village- Sonapur, Tehsil- Urmai, Thana Sonamura,for information and compliance.

Village with J.L.No	Sub- Division Thana , Tehsil	Description	Assessment if any	Note of any known encumbrance etc
1	2	3	4	5
T.K : Urrua Mouja- Kali pama	Hal Plot No: 522 Khatian No: 350	Area- 0.19 acres	Class- Nal	-

NATIONAL OPEN COMPETITIVE PROCUREMENT

PNIET No: 19/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2025-26 **Dated: 25-08-2025**

13. The address for communication is as under:
Executive Engineer, Khowai Division,
PWD (R&B), Khowai, Khowai District, Tripura
Pin Code: 799201, Email: pwdkhw@gmail.com

TABLE

RFB No.	Name of Work	Bid Security (Rs.)	Cost of Document (Rs.)	Period of Completion
1	2	3	4	5
RFB No. IN-PWD(B)-448075-CW-RFB-2-2	Infrastructure Development of Asharambari H.S. School under Tulashikar Block, Khowai District, Tripura under World Bank Aided Project namely, TRESP (3rd Call).	Rs. 26,50,000/- (Rupees twenty-six lakh fifty thousand only)	Rs. 10,000/-	730 days

ICA/C/2045/25

Executive Engineer,
Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Khowai District, Tripura

বুধবার আগরতলায় সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে রোগা হতে চাইলে হিতে বিপরীত

পুজো আসতে আর কিছুদিন। আর তার আগে নিজেকে নিয়ে কত কী পরিকল্পনা! শপিং-এর পাশাপাশি নিজেকে রোগা করে তোলার মরিয়া প্রয়াস! কিছুই বাদ নেই। হাতে সময় খুব কম। ফলে, দ্রুত ওজন ঝরাতে ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া ছেড়েছেন কেউ কেউ। ভাবছেন খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলে কিংবা কম খাওয়াদাওয়া করলে দ্রুত ফ্যাট ঝরিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যাবে। এতে আলাদা করে আর শরীরচর্চাও করতে হবে না। বাড়তি পরিশ্রমের হাত থেকেও বাঁচা যাবে।

তবে, আপনার এই ভ্রান্ত ধারণায় জল ঢেলে দিয়ে চিকিৎসকরা অন্য কথা বলছেন।

খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে রোগা হতে চাইলে হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনা। কারণ শরীরচর্চা ও উপযুক্ত ডায়েট ছাড়া কখনওই মেদ ঝরানো সম্ভব নয়। বরং উপোস করে শরীরকে কষ্ট দিয়ে রোগা হতে চাইলে শরীরে পড়তে পারে তার কঠিন প্রভাব। এমনকী দিনের পর দিন না খেয়ে থাকলে শরীরে দেখা দিতে পারে একাধিক রোগ। কী কী ঘটতে পারে? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

পিত্তথলিতে পাথর: রোগা হওয়ার জন্য খাবার খাওয়া বন্ধ করেছেন? ভালো কথা। কিন্তু শরীর নিয়মমতো খাবার হজমের উৎসেচক ক্ষরণ করে চলেছে। সে তো আর আপনার মতো থেমে থাকবে না। ফলে পাকস্থলীতে জমতে থাকে অতিরিক্ত উৎসেচক। ঠিক একারণে পিত্তথলিতে পাথর দেখা দেয়।

অম্বল ও গ্যাস্ট্রিক: দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকার কারণে পেটে অ্যাসিড তৈরি হতে পারে, যার ফলে অম্বল এবং অন্যান্য গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পুষ্টির ঘাটতি: ওজন কমাতে খাবার খাওয়া বন্ধ করলেই বিপদে পড়বেন। কারণ শরীর তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পেলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে শুরু করবে। শরীরের শক্তি হ্রাসের ফলে প্রচণ্ড ক্লান্তি ও দুর্বলতা দেখা দেবে। এমনকী পুষ্টির ঘাটতিতে মাথাধরা, বদহজম, ক্লান্তি, গা-বমি ভাব প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

লো-প্রেশার: রোগা হতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ছাড়লে হঠাৎ করে প্রেশার ফল করতে পারে। খালি পেটে থাকলে শরীরে রক্তের পরিমাণ কমে যেতে পারে, যার ফলে রক্তের ঘনত্ব কমে রক্তচাপ কমে যায়। এই অবস্থাকে হাইপোটেনশন বলা হয়। এই অবস্থায় অজ্ঞান হওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

রসনায় ঠান্ডা খাবার

এখন দিনের বেলায় গরম বেশ ভালই থাকছে , সঙ্গে রোদের তাপও বেশি। এরকম অবস্থায় শরীরকে ঠান্ডা ও সতেজ রাখতে, বিশেষ করে পেটের সমস্যা এড়াতে এমন কিছু খাবার খাওয়া উচিত যা পেটকে ঠান্ডা রাখবে। তবে স্বাদ অবশ্যই বজায় রেখে। তাই এবারের রসনায় থাকছে সেরকমই কিছু পদ।

শশার তরকারি উপকরণ- পাকা শশা, আলু, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, কালোজিরে,নুন-মিষ্টি স্বাদ মত, তেল, কাঁচালঙ্কা, নারকেল কোরা। প্রণালী- আলু এবং শশা সমান আকারে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। আলু সামান্য ভেজে নেবেন আগে। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে কালোজিরে ফোড়ন দিন। ফোড়নের গন্ধ বার হলে এরমধ্যে শশার টুকরোগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে স্বাদ মত নুন, কাঁচালঙ্কা এবং নারকেল কোরা দিয়ে রান্না করুন। আলুগুলো দিয়ে দিন। ভাল করে সাঁতলে নিয়ে এতে পরিমাণ মত জল দিয়ে ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে স্বাদ মত মিষ্টি এবং সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবার ফোটান। নামাবার আগে কাঠখোলায় ভেজে বাটা কালোজিরে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে নেড়ে নামিয়ে নিন।

পুদিনা মুগ ডাল- উপকরণ- মুগ ডাল, হলুদ গুঁড়ো, নুন-মিষ্টি স্বাদ মত, গোটা জিরা, ঘি বা মাখন, রসুন, লঙ্কার গুঁড়ো, হিং সামান্য, পুদিনা পাতা। প্রণালী- ডাল ভাল করে ধুয়ে কুকারে রসুন, হলুদ গুঁড়ো এবং অল্প নুন দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাল করে কাটা দিয়ে দিন। কড়াইতে খানিকটা ঘি বা মাখন গরম করে তাতে হিং, জিরা ফোড়ন দিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে পুদিনা পাতা দিয়ে সামান্য ভেজে নিয়ে লঙ্কারগুঁড়ো দিন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদ্ধ করে রাখা ডাল কড়াইতে দিন। স্বাদ মত মিষ্টি দিন। দরকার লাগলে কিছুটা জল দিতে পারেন। অল্প আঁচে কিছুক্ষণ ভাল করে ফুটিয়ে নামিয়ে নিন পুদিনা মুগ ডাল।

লাউ ঘন্ট উপকরণ- লাউ একটা বড় সাইজের, কালো সর্ষে বাটা, নারকেল কোরা, তেজপাতা ও কালো সর্ষে ফোড়ন দেবার জন্য, আন্দাজমত বড়ি, নুন-চিনি স্বাদ মত , তেল। প্রণালী- লাউ খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে সরু সরু করে কেটে নিন। বড়ি আগে থেকে হাল্কা ভেজে তুলে রাখুন।

কড়াইয়ের তেলে সর্ষে ও তেজপাতা ফোড়ন দিন এরপর। ফোড়নের গন্ধ বার হলে এবং সর্ষে ফাটা বন্ধ হলে লাউ দিন। কিছুক্ষণ রান্না করে সর্ষেবাটা, নুন-চিনি স্বাদ মত দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে জল দিন। জলের বদলে চাইলে দুধ দিয়ে করতে পারেন। শুকিয়ে এলে নারকেল কোরা ও বড়ি উপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

লাউয়ের কোপ্তা উপকরণ- লাউ, বেসন, আলু ৪-৫টা, জিরেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, চিনি-নুন স্বাদ মত, পেঁয়াজ তিন থেকে চারটি (মাঝারি সাইজের), আদাবাটা, রসুন বাটা, টমেটো কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি, সর্ষের তেল, গরম মশলা গুঁড়ো। প্রণালী- লাউ কুচিয়ে বা ঝিরিঝিরি করে কেটে নিন। পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখুন। লাউ কেটে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে সামান্য নুন দিয়ে ভাল করে চটকে বাড়তি জল বার করে নিন। এরপর বেসনে খানিকটা পেঁয়াজকুচি, লাউ চটকানো, নুন এবং কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে ভাল করে মেখে বলের আকারে গড়ে ভেজে নিন। আলু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ভেজে রাখবেন। এবার কড়াইতে আবার তেল গরম করে প্রথমে পেঁয়াজকুচি দিয়ে হাল্কা সোনালি করে ভেজে একে একে আদাবাটা, রসুন বাটা, জিরেগুঁড়ো, টমেটোকুচি, লঙ্কারগুঁড়ো স্বাদ মত নুন ও মিষ্টি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিয়ে ভেজে রাখা আলু দিন এবং পরিমাণ মত জল দিন। ভাল ফুটে উঠলে এবং আলু সেদ্ধ হলে কোপ্তাগুলো দেবেন। তার আগে নয়। গ্রেভি ঘন হয়ে এলে নামাবার আগে ওপর থেকে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

পুজোয় জেল্লাদার ত্বক পেতে বাড়িতেই করুন ফ্রুট ফেসিয়াল

পুজো আসতে হাতে আর মাত্র এক মাস। সুতরাং উৎসবের দিনগুলোয় ‘সখার প্রেমে অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে’ সেজে ওঠার অর্থাৎ ত্বকচর্চা, কেশচর্চার মোক্ষম সময় এটাই। অপেক্ষা না করে এখন থেকেই ত্বকচর্চা শুরু করে দিন। তবে বাজারচলতি প্রসাধনীদ্রব্য দিয়ে নয়, বরং বাড়িতেই ফল দিয়ে নিয়ম করে ফ্রুট ফেসিয়াল করুন। পার্লারের জন্য গাঁটের কড়িও খসবে না, আবার ভিড়ে লাইনও দিতে হবে না।

ফ্রুট ফেসিয়াল যেমন ত্বককে পুষ্টি জোগায়, তেমনই জেল্লাদারও করে তোলে। আর এই ত্বকচর্চার জন্য পুজোর আগে পার্লারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ না করলেও অসুবিধে নেই। শুধুমাত্র ফল দিয়েই হবে কেল্লাফতে। পেঁপে, কলা, কমলালেবু, বেদানা- এই ফলগুলি কিন্তু ত্বকের জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

উল্লেখ্য, ফ্রুট ফেসিয়াল করার আগে সবার প্রথমে স্ক্রাবিং দরকার। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিক্সারে পেস্ট করে নিয়ে তাতে মধু দিন। সেটা মুখে, গলায়, কাঁধে লাগিয়ে মিনিট পনেরো রেখে হালকা শুকোতে দিন। এরপর ইষদুষ্ণ জল দিয়ে সার্কুলার মোশনে আসতে আসতে শুষ্ক চামড়ার জায়গাটা ঘষুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

এবার ফ্রুট ফেসিয়ালের পালা। বেদানার রসের সঙ্গে ময়দা, মধু মিশিয়ে ফেস মাস্ক তৈরি করুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। যাঁদের শুষ্ক ত্বকের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই ব্যবহার করুন কলা। কলার মধ্যে ভিটামিন কে, সি, ই, ফাইবার রয়েছে। যা ত্বকের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। একটি কলা চটকে নিয়ে সারা মুখে ভালো করে মেখে নিন। একটু শুকিয়ে টান ধরে এলে ধুয়ে ফেলুন।

আরেকটি ফ্রুট ফেসিয়ালও দারুণ কার্যকরী। কীভাবে এই ফেসিয়াল করবেন, তাই তো? তাহলে জেনে নিন। পাকা পেঁপে চটকে নিয়ে তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। পুজোর আগে সপ্তাহে অন্তত দিন দুয়েক সময় করে করুন। তাহলেই দেখবেন প্যান্ডেলে আপনিই হয়ে উঠবেন অনন্যা। ত্বকের লাবণ্য বাড়াতে দিন দুয়েক অন্তর টম্যাটোর রসও লাগাতে পারেন। পনেরো মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কাঁচা দুধের সঙ্গে বেসনের ফেসপ্যাকও খুব উপকারী।

দক্ষিণী স্টাইলে খিচুড়ি

ভাত, ডাল, ভাজা আর যে কোনও একটা মাছের পদ এই হল বাঙালির কমফর্ট ফুড। বৃষ্টির দিনে সেই কমফর্ট ফুড ভাত, ডাল, মাছের বদলে হয়ে যায় খিচুড়ি। বৃষ্টির দিনে চালে-ডালে দুটো বসিয়ে দুপুরে সেটাই পছন্দের যেকোনও ভাজা দিয়ে খেয়ে উদরপূর্তি করতে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। অনেক তো বাঙালি স্বাদের খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে। রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসলে এই বর্ষায় বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন দক্ষিণী স্বাদের খিচুড়ি। কর্নাটকের শতাব্দীপ্রাচীন জনপ্রিয় পদ যার নাম ‘বিসি বেলে বাথ’। সম্প্রতি আইপিএলে আরসিবির জয়ে অনুরাগীরা কিন্তু কন্নড় ভাষার প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে। তার ফলে সবার মুখে মুখে ফিরছে এখন কন্নড় ভাষায় ‘ই সালা কাপ নামদু’। ভাষার মতোই কর্নাটকের খাবারকে আপন করে নিতে চান, রইল রেসিপি।

উপকরণ: এই খিচুড়ির মশলা তৈরির জন্য লাগবে আধ কাপ ছোলার ডাল, ২ টেবিল চামচ বিউলির ডাল, ২ টেবিল চামচ জিরে, ২ টেবিল চামচ পোস্ত দানা, সাদা তিল, আধ চা চমচ গোটা গোলোমরিচ, মেথি দানা, আধ কাপ গোটা ধনে, ৬টি ছোট এলাচ, ১ চা চামচ তেল, হলুদ গুঁড়ো, ১০-১২টি শুকনো লঙ্কা, লবঙ্গ ৩-৪টি, হিং প্রয়োজনমতো, আধ কাপ শুকনো নারকেলের টুকরো। খিচুড়ি রান্নার জন্য লাগবে- ৪ কাপ অড়হর ডাল, এ কাপ চাল, ২-৩টে গাজর (টুকরো করে কেটে নেওয়া) বিনস, ২টি মাঝারি মাপের আলু, প্রয়োজনমতো জল, তেল, হলুদ গুঁড়ো, ৩-৪ টেবিল চামচ ঘি, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ২-৩ কোয়া, তেঁতুল ২-৩ চা চামচ

প্রণালী: প্রথমে এই খিচুড়ির জন্য বানিয়ে নিতে হবে মশলা। একটি পাত্রে শুকনো খোলায় ভেজে নিন মশলা তৈরির সব কটি উপকরণ। ভাজা হয়ে গেলে তাতে একে একে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোটা গোলমরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে সমস্ত উপকরণগুলি আলাদা একটি পাত্রে রাখুন। এবার তেল গরম করে নিয়ে তাতে শুকনো লঙ্কা ও শুকনো নারকেল দিয়ে ভাল ভাবে ভেজে নিয়ে সরিয়ে রেখে দিন। ঠান্ডা হলে সব মশলা একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। তৈরি হয়ে যাবে আপনার বিসি বেলে বাথের মশলা। এটি রাখুন ঢাকা বন্ধ কৌটোয়। এরপর খিচুড়ি তৈরির জন্য চাল, ডাল ও সমস্ত সবজি, ৫-৬ কাপ জল, তেল, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ তা রেখে দিয়ে কুকার থেকে বের করুন। এরপর কড়াইতে ঘি ও কাজু বাদাম সামান্য ভেজে নিয়ে তাতে সরষে, কারিপাতা, শুকনো লঙ্কা ও হিং দিয়ে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিন টমেটো, ক্যাপসিকাম, কড়াইশুঁটি, নুন। এরপর তাতে যোগ করুন তেঁতুল ও গুড়। অল্প জল দিয়ে ফুটে উঠলে সিদ্ধ করে রাখা চাল, ডাল ও সবজি তৈরি করা মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে প্রয়োজন মতো জল দিয়ে উপর থেকে বাদাম, ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে সামান্য ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ভিন্ন স্বাদের এই খিচুড়ি ‘বিসি বেলে বাথ’।

রুচির মেলবন্ধনে সাজান সুখী গৃহকোণ

দেবীপক্ষ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। এবার ঘরদোর পরিষ্কার করে ফেলার পালা। পুজোর সময়ে নিজে নিত্যনতুন সাজে ধরা দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ির মেকওভারও কিন্তু প্রয়োজন। কারণ এইসময়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে গেট টুগেদার লেগেই থাকে। অতঃপর অগোছালো ঘর নৈব নৈব চ! অনেকেই মনে করেন, ঘর সাজানো মানেই অনেক খরচ। বিষয়টা সেরকম নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু বুদ্ধি আর উপযুক্ত প্ল্যানিংয়ের।

দু-তিন দশক আগেও মা-কাকিমারা পুজোর মাসখানেক আগে থেকে ঘর ঝাড়তে শুরু করতেন। তবে সময় এগিয়েছে, হাই টেক যুগে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কাজে ব্যস্ত থাকেন। হাতে সময়ের ঘাটতি বলে কি আর ঘর পরিষ্কার করা হবে না? নো চিন্তা! এবার পুজোয় ঘরের ভোলবদলানো সাজানোকে সহজ করে ফেলুন।

১) ঘরের বাড়তি জিনিস বাতিল করুন প্রথম দিন। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ঘরের জায়গা দখল করে। অনেক সময় বাচ্চাদের খেলনা মেঝেতে পড়ে থাকে। এগুলো স্মৃতি হিসেবে রাখতে না চাইলে কাউকে দিয়ে দিতে পারেন বা ফেলে দিন।

২) এইসময়ে অনেকেই ঘর রং করান। তবে ম্যাজিকের মতো ভোলবদল করতে চাইলে। ড্রয়িংরুম বা যে কোনও ঘরের একটা দেওয়াল শুধু রং করে দিন। বাজার চলতি অনেক প্যাটার্ন পাওয়া যায়। সেগুলো কিনে এনে নিজেই ট্রাই করতে পারেন।

৩) সেই দেওয়াল জুড়ে হাসিমুখের ফটোফ্রেম থাক। বা নানা ধরনের ওয়াল হ্যাঙ্গিং পাওয়া যায় আজকাল। সেগুলোও লাগিয়ে দিতে পারেন। এককোনায় নতুন ল্যাম্পশেড শোভা পাক। কিংবা একটু নরম আলো সাজিয়ে দিতে পারেন।

পুজোর আগে নানা ব্যস্ততার রাজসূয় যজ্ঞ সেরে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত শরীর-মন চাঙ্গা মনে হবে।

৪) গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে পর্দা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের রং হালকা হলে একটু গাঢ় রঙের পর্দা ব্যবহার করুন এইসময়ে। তাহলে একঘেয়ে ঘরের সাজে নতুনত্ব আসবে। জুটের পর্দা ব্যবহার করতে পারেন। নানা রঙের পাটদড়ি পাওয়া যায়, সেগুলোও ঝুলিয়ে দিতে পারেন। কিংবা দু’ পাশে হালকা রঙের পর্দা রেখে মাঝখানে ডিজাইনার পর্দাও ঝুলিয়ে দিতে পারেন।

৫) আপনি গাছ ভালোবাসলে, পুজোর আগে বেশ কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট কিনে আনুন। এবং রকমারি কালারফুল প্যাটার্নের টব এবং স্ট্যান্ড দিয়ে ঘরজুড়ে সাজিয়ে ফেলুন। দেখবেন গোটা বাড়িতেই বেশ একটা পজিটিভ এনার্জি এসে গিয়েছে।

৬) ঘর সাজাতে কার্পেট এবং পাপোশও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঘর বড় হলে সেখানে দিব্যি জমকালো একটা কার্পেট মানিয়ে যাবে। ক’টা কুশন ছড়িয়ে দিন। তবে মাথায় রাখবেন, কার্পেট এবং কুশনের রং যেন মিশে না যায়। অর্থাৎ কনট্রাস্ট বজায় রাখুন। দিব্যি বৈঠকি আসর’ জমে যাবে।

৭) এছাড়াও আড্ডার জায়গায় কিংবা ছাদের এককোণে পার্টির আয়োজন করতে চাইলে একটা মোটা তোষকের উপর একরঙের তবে গাঢ় রঙের চাদর বিছিয়ে দিন। তাতে রকমারি ডিজাইনের কুশন রাখুন। খানাপিনায় জমে উঠবে পুজোর গান-গল্প, আড্ডা।

গেরস্থালির সমস্যার সমাধান দেবে নুন আর লেবু

সারাদিনের ব্যস্ততায় বাড়ির সমস্ত কোণের ধুলোবালি ঝেড়ে একদম সাফ রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয়। গেরস্থালির বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন আপনার রান্নাঘরে থাকা একটুখানি নুন আর লেবুর উপর। নানা সমস্যার সমাধানে একটুখানি নুন আর লেবু দিয়েই হবে চটজলদি মুসকিল আসান। কীভাবে? রইল টিপস।

জামাকাপড়ে কোনও জেদি দাগ লেগে রয়েছে যা অনেক চেষ্টার পরও উঠছে না সেক্ষেত্রে ওই দাগের অংশটুকুতে একটু নুন আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিন। বেশ কিছুক্ষণ রাখার পর তা ভালোভাবে ধুয়ে নিলে দেখবেন কড়া দাগের থেকে সহজেই রেহাই দিল নুন আর লেবু। সারা দিনের রান্নার পর সাধের রান্নাঘরের ভল বদলে গিয়েছে? চারিদিকে তেল আর ধুলোময়লা? রান্নাঘর পরিষ্কার করার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে একটু লেবুর রস আর বেশ খানিকটা নুন মিশিয়ে নিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করলে মিলবে চটজলদি সমাধান।

ঘর মোছার জলে একটু নুন আর লেবুর রস বা লেবুর খোসা ব্যবহার করলে জীবাণুমুক্ত হবে আপনার ঘরের মেঝে।

পোড়া দাগ থেকে বাসনে আঁশটে গন্ধ বহু চেষ্টাতেও যদি না ওঠে তবে একটি পাত্রে নুন ও লেবুর রস নিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে তা দিয়ে বাসন মেজে ধুয়ে নিলেই পাবেন এই সমস্যা থেকে রেহাই।

কম মেকআপে অনন্যা

অফিস বা কলেজ যাওয়ার সময় ন্যূনতম মেকআপ করতেই হয়। এটুকু ছাড়া তো হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সকালবেলা উঠেই মেকআপ করা বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যাঁরা তা করতে পছন্দ করেন না তাঁদের জন্য এ আরও বড় সমস্যা। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। সারাদিন বাড়িতে যতই আলুথালু হয়ে থাকুন না কেন বাইরে বেরলে নিজেকে একটু প্রেজেন্টেবল করে তুলতেই হবে! বিশেষ করে অফিস ও কলেজ যাওয়ার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ এই ফর্মুলা আপনি ফলো করতেই পারেন। কী বলতে চাইলাম বুঝলেন না? মানে আপনি প্রতিদিনের জন্য নো মেকআপ লুক ফলো করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলবেন, রইল টিপস- তারকা থেকে বর্তমান প্রজন্ম, প্রত্যেকেই কিন্তু এখন মিনিমাল মেকআপের দিকেই ঝুঁকছেন। ন্যাচারাল লুকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে ফলো করুন নো মাস্কারা লুক। কীভাবে করবেন ভাবছেন? যতটা সম্ভব কম প্রসাধনী ব্যবহার করে নিজেকে সুন্দর করে তোলা যায়। আর তাই চোখের পাতায় কোনওপ্রকার মাস্কারা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র কার্ল করে নিলেই হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, কার্ল করার পাশাপাশি অবশ্যই চোখের বাকি মেকআপ নিয়ে সচেতন হতে হবে। চোখ হাইড্রেটেড রাখতে হবে। চাইলে ব্যবহার করতে পারেন হাইড্রেটিং মাস্ক। আইব্রো সঠিকভাবে এঁকে নেবেন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আইব্রো জেল। চোখে ব্যবহার করতে পারেন কাজল অথবা আইলাইনার। চাইলে কালোর বদলে ব্রাউন রঙের আইশ্যাডো ব্যবহার করতে পারেন। চোখের মেকআপে নজর দিলেও মুখের বাকি মেকআপটা কিন্তু একেবারে গাঢ় করবেন না। ঠোঁটেও ব্যবহার করুন ন্যুড রঙের লিপস্টিক। চাইলে লিপগ্লস ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি লিপস্টিকের নানা শেডের প্রতি ভালোবাসা আপনার একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে গাঢ় লিপস্টিক ঠোঁটে দিয়ে চোখে একেবারে ন্যুনতম মেকআপ করবেন। কারণ চোখ ও ঠোঁটের মেকআপ দুটোই বেশি গাঢ় হলে তা কিন্তু পুরোটাই হবে বেমানান।

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে গণেশ চতুর্থীর আয়োজন করা হয়।

নয়ডা পণের কেসে নতুন মোড়

নিহত নিকির পরিবারকেই এবার পণ নির্যাতনের অভিযোগে কাঠগড়ায় তুললেন পুত্রবধূ

গ্রেটার নয়ডা, ২৭ আগস্ট: নিকি ভাটির পণ-নির্যাতনে মৃত্যুর মামলায় নতুন এক চাঞ্চল্যকর মোড় এসেছে। নিকির পরিবার, যারা এর আগে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে পণ চাওয়ার অভিযোগে হত্যা মামলা দায়ের করেছিল, এবার নিজেরাই পণ দাবি এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগ এনেছেন নিকির ভাই রোহিতের বিচ্ছিন্ন স্ত্রী, মীনাক্ষী।

২০২৪ সালে মীনাক্ষী একটি এফআইআর দায়ের করেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন, বিয়ের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই স্বামী রোহিত তাকে মারধর শুরু করেন। কারণ, পণের বিনিময়ে দেওয়া গাড়ি একটি সিয়াজ তার পছন্দ ছিল না। তিনি একটি স্করপিও চেয়েছিলেন এবং পরে সেই সিয়াজ গাড়িটি বিক্রি করে দেন।

মীনাক্ষী জানান, তার পিতা মহামারীর সময় মৃত্যুবরণ করেন, তখন পর্যন্ত তিনি তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, রোহিত ছাড়াও তার শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ নিকি এবং অপর এক ননদ কাঞ্চন যাঁরাও ভাটি পরিবারে বিবাহিত তাঁকে নিয়মিত মারধর করতেন। মীনাক্ষীর পরিবারের অভিযোগ, একটি মৌখিক সমঝোতায় রোহিতের পরিবার ৩৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেবে বলে জানায়, এবং এর বিনিময়ে মামলা প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু সেই টাকা ইতিমধ্যেই বিয়ের খরচে ব্যয় হয়ে যায় এবং পরিবার অর্থ ফেরত দেয়নি। এরপরও নির্যাতন থামেনি। অভিযোগ, মীনাক্ষীর ভাই যখন তাকে নিতে শ্বশুরবাড়িতে যান, তখন তাকেও মারধর করা হয় এবং তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। নিকির পরিবার দাবি করে, গত ২১ আগস্ট তার স্বামী বিপিন ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে মারধর করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে।নিকির বোন কাঞ্চন জানিয়েছেন, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং দেখেছেন কিভাবে নিকিকে আক্রমণ করা হয়।নিকি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেন, তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়ে গেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিপিন, তার বাবা-মা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে পণ-নির্যাতন ও খুনের মামলা দায়ের হয়। তবে ঘটনার সঙ্গে বিপরীত দাবি উঠে আসে একটি ভিডিও ফুটেজ থেকে। নিকির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভিডিওতে দেখা যায়, বিপিনের বাবা শেষকৃত্য সম্পন্ন করছেন, যা প্রশ্ন তোলে, তাহলে তারা পালিয়েছিলেন কীভাবে?

এছাড়াও, একটি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনার সময় বিপিন বাড়ির বাইরে ছিলেন। এতে প্রশ্ন উঠেছে, আসলে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিনা।

নিকির পরিবার প্রথমে ঘটনাটিকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ বলে চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু চিকিৎসক ও পুলিশের তদন্তে জানা যায়, তাকে পেট্রোল বা থিনার জাতীয় দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ে আগুন ধরানো হয়েছিল।এই ঘটনার নানা দিক থেকেই উঠে আসছে পণ-নির্যাতনের সামাজিক বাস্তবতা ও প্রতিহিংসার জটিলতা, যা প্রশাসনের জন্য তদন্তকে আরও জটিল করে তুলছে।

মুসলিম ছাত্রদের ‘ওনাম উদযাপন না করতে’ বলায় দুই শিক্ষক বরখাস্ত

ত্রিশূর, ২৭ আগস্ট: কেরালার ত্রিশূরের কদভাল্লুর গ্রামে অবস্থিত সিরাজুল উলুম ইংলিশ হাই স্কুলের দুই শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।অভিযোগ, ওই দুই শিক্ষিকা স্কুলের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের অনাম উৎসবে অংশগ্রহণ না করতে বলেন।

ঘটনাটি সামনে আসে যখন শিক্ষিকা খাদিজা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি ভয়েস মেসেজ পাঠান, যেখানে তিনি বলেন, 'অনাম একটি অন্য ধর্মের উৎসব, তাই স্কুলে এর উদযাপনের প্রয়োজন নেই।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ইসলামি নিয়ম মেনে চলা উচিত। অনাম উদযাপন শিরক এবং তা উৎসাহিত করা ঠিক নয়। আমরা এবং আমাদের সন্তানদের অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।' শিক্ষিকার এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ডেমোক্র্যাটিক ইউথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া -এর পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষিকার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মত, এবং স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিল নেই। এক বিবৃতিতে স্কুল জানায়, 'প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা অনাম উৎসব ধুমধাম করে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই নিয়ে পিটিএ ও ক্লাস গ্রুপে বার্তাও পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন, তাই সংশ্লিষ্ট দুই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।'

যদিও দুইটি ভয়েস মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, মামলা দায়ের হয়েছে শুধুমাত্র এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। এই ঘটনা কেরালায় ধর্মীয় সহনশীলতা ও উৎসবের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সন্ত্রাসের মাস্টারমাইন্ডদের কড়া বার্তা দিয়েছে অপারেশন সিঁদুর ও মহাদেব

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : নয়াদিল্লি: জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত দুটি সফল সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানঅপারেশন সিঁদুর ও অপারেশন মহাদেবভারতের দৃঢ় সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি অপারেশন মহাদেবে অংশ নেওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর সাহসী জওয়ানদের সম্মান জানান এবং তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ''অপারেশন সিঁদুর এবং অপারেশন মহাদেব সন্ত্রাসের মাস্টারমাইন্ডদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেভারতের নাগরিকদের জীবনের সঙ্গে খেললে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হতে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''অপারেশন সিঁদুর জনগণের মধ্যে সন্তোষ এনেছিল, আর অপারেশন মহাদেব সেই সন্তোষকে রূপান্তর করেছে আত্মবিশ্বাসে।''

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও এলাকায় নিরীহ পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী পরিচালনা করে অপারেশন সিঁদুর। সেই অপারেশনে কিছু সন্ত্রাসী নিকেশ হলেও পলাতক জঙ্গিদের খোঁজ চলছিল। অবশেষে ২৮ জুলাই শ্রীনগরের দাচিগাম অরণ্যে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় অপারেশন মহাদেব, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী তিনজন কুখ্যাত লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে নিকেশ করে। নিহত জঙ্গিরা হল সুলেমান শাহ ওরফে 'ফয়জল জাট', যিনি ছিলেন ঙ্ক্যাটাগরির জঙ্গি, হামলার মাস্টারমাইন্ড ও প্রধান শ্যুটার; আবু হামজা ওরফে 'আফগান', একজন ঙ-গ্রেড কমান্ডার ও দ্বিতীয় শ্যুটার; এবং ইয়াসির ওরফে 'জিবরান', তিনিও একজন ঙ-গ্রেড কমান্ডার ও তৃতীয় শ্যুটার। অপারেশন মহাদেব পরিচালনার আগে থেকে এই তিন জঙ্গি পহেলগাঁও হামলার পর থেকে দাচিগামের জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা-র ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি প্রযুক্তিগতভাবে প্রমাণ করেছে যে অপারেশন মহাদেবে নিহত তিন জঙ্গিই পহেলগাঁও হামলার মূল অভিযুক্ত। তিনি বলেন, ''আমাদের বাহিনী কেবল দক্ষতার সঙ্গে এই অভিযান পরিচালনা করেনি, বরং বিশ্বকে দেখিয়েছে যে সন্ত্রাসীরা যতই নতুন কৌশল অবলম্বন করুক না কেন, তারা আর ভারতের মাটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেহাই পাবে না।''অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে এই অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণকারী সকল নিরাপত্তা কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ''এই সফল অভিযানের ফলে দেশের মানুষের মনে যে নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি হয়েছে, তা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'' সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ভারতের অবস্থান যে আপসহীন ও কঠোর, তা আবারও এই দুই অভিযানের মাধ্যমে স্পষ্ট হল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রায় ২ লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। জাগুরিয়া ছড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ। এদিন প্রায় ২ লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত জাগুরিয়া ছড়া এলাকায় গাঁজা চাষ করা হয়। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এদিন প্রায় ২ লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, আরক্ষা দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই অভিযান জারি রাখতে হচ্ছে।

বৈষ্ণো দেবী

● প্রথম পাতার পর

বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে, অনন্তনাগের সাঙ্গাম অঞ্চলে নদীর জলস্তর ২১ ফুটের সতর্কতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, আবহাওয়ার অবনতির কারণে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতের কেন্দ্র সরকার মানবিক কারণে পাকিস্তানকে আগাম সতর্ক করেছে যে তাওয়ী নদীতে প্রবল বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ পাহাড়ি জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হচ্ছে। এই নদী জম্মু অতিক্রম করে পাকিস্তানের চেনাব নদীতে মিশে যায়। এমন পরিস্থিতিতে, তাওয়ী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে পাকিস্তানেও প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

বিপর্যয়ের গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, ২০১৪ সালের বন্যার পরে রাজ্য কতটা প্রস্তুত ছিল, তা নিয়ে এখন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। তাঁর মতে, প্রশাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মধ্যে আরও সমন্বয় থাকা উচিত ছিল, যা এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত।

বর্তমানে প্রশাসনের অগ্রাধিকারে রয়েছে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং পানীয় জলের পরিষেবা দ্রুত পুনরুদ্ধার করা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সমস্ত ধরনের প্রশাসনিক ও মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর।

এই দুর্যোগ পরিস্থিতি রাজ্যের প্রাকৃতিক দুর্বলতাকে ফের একবার সামনে এনে দিয়েছে। বর্ষার সময়ে পাহাড়ি অঞ্চলে অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব ভবিষ্যতের জন্য আরও গভীর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চূড়াইবাড়ি থেকে

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা শুরু করা সম্ভব। রতন লাল নাথ আরও জানান, বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে রাজ্যে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ৪৫টি স্থানে চার্জিং স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। এদিনের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক মীনা রানি সরকার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সহ এনএফআর-এর ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য ভারতের আহমেদাবাদে বিড, মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট: ভারত ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার এই অনুমোদনের মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

আহমেদাবাদ সম্ভাব্য আয়োজক শহর হিসেবে মনোনীত হয়েছে। এই শহর উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো, সমৃদ্ধ ক্রীড়া-সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক স্তরের ইভেন্ট পরিচালনার অভিজ্ঞতার জন্য পরিচিত। বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম এই গেমসের অন্যতম প্রধান ভেন্যু হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ২০২৩ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের সফল আয়োজন ইতিমধ্যেই শহরের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রক গেমসের বিড প্রস্তাব করেছে, যার মধ্যে রয়েছে হোস্ট কোলাবোরেশন অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি প্রদান। গুজরাট সরকারকে কেন্দ্রীয় সহায়তা দেওয়া হবে সফল বিডের পর।

৭২টি দেশের অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণে এই গেমস হবে আন্তর্জাতিক মেলবন্ধনের এক বৃহৎ মঞ্চ। হাজার হাজার কোচ, কর্মকর্তা, পর্যটক, ভক্ত ও মিডিয়া কর্মী ভারতে আসবেন, যা দেশের পর্যটন, হসপিটালিটি, খুচরো বাজার এবং পরিবহন খাতে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক গতি আনবে।

এটি শুধু একটি ক্রীড়া উৎসব নয়, বরং ক্রীড়া বিজ্ঞান, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ব্রডকাস্টিং, আইটি এবং জনসংযোগ-সহ বহু খাতে কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলবে। এর পাশাপাশি, দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে ক্রীড়া ও অ্যাথলেটিক কেরিয়ারের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তারা জানান, এই আয়োজন জাতীয় গর্ব ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করবে এবং গোটা দেশের জন্য হবে এক বিশাল আনন্দ ও উদ্দীপনার উপলক্ষ।এই বিড ভারতের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক আত্মবিশ্বাসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

প্রধান উপদেষ্টার

● প্রথম পাতার পর

সড়ক অবরোধ করে রাখে, যার ফলে শাহবাগসহ আশপাশের সড়কে যান চলাচলে চরম বিঘ্ন ঘটে এবং সাধারণ জনগণ দুর্ভোগে পড়ে। বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থী আরমান হোসেন জানান, তারা বিকেলে সচিবালয়ের দিকে মিছিল করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীদের তিনটি প্রধান দাবি হল, শুধুমাত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদের জন্য সহকারী প্রকৌশলী পদে নবম গ্রেডে নিয়োগ এবং তা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলোতে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের আবেদন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং "ইঞ্জিনিয়ার" পেশাগত উপাধিটি শুধুমাত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার বিকাল ৩টার দিকে শাহবাগে জড়ো হয়ে দাবিগুলো নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এর আগে, রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে বুয়েটের একদল শিক্ষার্থী সাবেক এক শিক্ষার্থীর ওপর "নির্যাতন ও হত্যার হুমকি" প্রতিবাদে যমুনার দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে তাদের আটকে দেয়। সেখানে তারা তিন ঘণ্টা ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা

● প্রথম পাতার পর

ব্রাম টিচিং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে এত সুন্দর খেলার মাঠ দেখে আমি সত্যিই খুশি। আর নতুন বিল্ডিং আবাসনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এখানে একটি ট্রমা সেন্টার স্থাপনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি, এতে রোগীদের জিবিপি হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রায় ১৩ ব্যাচ এমবিবিএস ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে বেরিয়েছে, সম্ভবত এরও বেশি হতে পারে। পরবর্তী সময় থেকে, এই ধরণের কার্যক্রমের সময় এলামনি ও প্রাক্তন চিকিৎসকদের অবশ্যই আমন্ত্রিত জানাতে হবে। যখন একজন নিখুঁত ব্যক্তি কোনও কলেজ চালান, আমি সত্যিই খুশি হই, তবে সরকারী ক্ষেত্রে সাধারণত দায়িত্ব নিতে পছন্দ করে না মানুষ। পরিকাঠামোগত সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হবে, তবে আমাদের অবশ্যই বিদ্যমান পরিকাঠামোগুলি সংস্কার সাধনের কাজ করতে হবে, যাতে এটি দেখতে ভাল লাগে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধীরে ধীরে সবক্ষেত্রে উন্নয়ন অবশ্য হবে। আমি এখানে ব্যাপক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছি। আমি যারা পুরস্কার অর্জন করেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাতে চাই। চিকিৎসকের পেশা একটি মহৎ পেশা এবং সেই সাথে আমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমরা আমাদের দায়িত্বগুলি এড়াতে পারি না, এবং আমরা যদি আমাদের ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারি, তবে নিজেদের উন্নত করতে পারবো। আমরা যদি বিশ্রামে থাকি তবে কোন কাজ সমাধা হবে না। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ আরো ৫০টি এমবিবিএস আসনের জন্য আবেদন করেছেন। এই আসন সংখ্যা বাড়লে ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা রাজ্যের বাইরে, এমনকি বিদেশেও সুনামের সঙ্গে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে ডাক্তার সহ সকলের জন্য দক্ষতা বিকাশ খুবই প্রয়োজনীয়। রাজ্যে রোগী রেফারের সংখ্যা অনেক কমেছে। রেফারেল কেস হওয়া উচিত নয়। আজকাল, প্রত্যেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ত্রিপুরায় পাওয়া যায়। যদিও মানুষ এবিষয়ে অবগত নয় এবং তাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করে রাজ্যের বাইরে চলে যায়। আমাদের অবশ্যই এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। আমাদের স্পিকার (অধ্যক্ষ) এখন স্থিতিশীল এবং অক্সিজেন ছাড়াই চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তিনি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন আমাদের কাছে এআই, প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট রয়েছে। যার মাধ্যমে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা করতে পারি। আমাদের অবশ্যই এই সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। আমরা একটি নতুন ত্রিপুরা তৈরির জন্য কাজ করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম কোন সমস্যার মুখোমুখি না হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এর চেয়ারম্যান ডাঃ প্রমথেশ রায়, সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এন্ড ডাঃ ব্রাম টিচিং হাসপাতালের সিইও স্বপন সাহা, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ অরিন্দম দত্ত, মেডিকেল সুপার প্রফেসর ডাঃ জয়ন্ত পোদ্দার, প্রফেসর ডাঃ এ কে চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

আন্তর্জাতিক রেকর্ডে

● প্রথম পাতার পর

অসাধারণ সাফল্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ তাকে মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। আজ পোস্ট অফিস মারফত সেই পুরস্কার অয়নের পরিবারে পৌঁছায়। এই গৌরবময় মুহূর্তে মা-বাবা থেকে শুরু করে দাদু, কাকা, কাকিমা সকলে ভীষণ আনন্দিত ও গর্বিত। অয়নের বাবা প্রানোজিত দেবনাথ পেশায় শিক্ষক এবং মা তনুশ্রী দেবনাথ একজন গৃহিণী। ছোট্ট অয়নের এই অসাধারণ মেধা ও একাগ্রতা পুরো এলাকা তথা খোয়াই জুড়ে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও অয়ন মাত্র দুই বছর চার মাস বয়সে একই ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস-এ নাম লিখিয়েছিল। আজ আন্তর্জাতিক স্তরে সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেয়ে অয়ন শুধু খোয়াই নয়, সমগ্র ত্রিপুরার গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নির্বাচন কমিশন কি

● প্রথম পাতার পর

জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর রিপোর্টে প্রকাশ, ২০২২-২৩ সালে দেশের নিবন্ধিত অ-স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর আয় বেড়েছে ২২৩। দেশে মোট ২৭৬৪টি অ-স্বীকৃত দল রয়েছে, যার মধ্যে ৭৩ দলই আর্থিক হিসাব জনসমক্ষে আনে না।

বর্তমানে রাহুল গান্ধী ১৬ দিনের 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-তে রয়েছেন বিহারে। এই যাত্রা ১৩০০ কিমি পথ অতিক্রম করে ২০টি জেলা ঘুরে ১ সেপ্টেম্বর পাটনায় শেষ হবে। কংগ্রেস ও আরজেডি নেতারা এই যাত্রায় নির্বাচন তালিকায় গড়মিল এবং ভোট চুরির অভিযোগ তুলে ধরেছেন।

ছড়ার জলে ডুবে মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

সে জলের নিচে তলিয়ে গেছে। পরবর্তী সময় এলাকাবাসীরা দ্রুত খবর দেয় কাঞ্চনপুর অগ্নিনিবাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর অগ্নিনিবাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করেন। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কাঞ্চনপুর মহকুমার ডিসিএম, কাঞ্চনপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর নরেন রিয়াং, পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রায় চার ঘণ্টা যৌথ তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে উদ্ধার হয় শ্যামলী রিয়াং-এর নিথর দেহ। পরবর্তী সময় রাত আনুমানিক ৮ ঘটিকা নাগাদ কাঞ্চনপুর অগ্নিনিবাপক দপ্তরের কর্মীরা মৃতদেহটিকে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।জানা যায় আজ (বুধবার) বেলা ১১ ঘটিকা নাগাদ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।তদন্তে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় নাবালিকার পরিবারসহ গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত

● প্রথম পাতার পর

একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, ৬ আগরতলা যুব মোর্চার সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ।

বিপ্লব কুমার দেব আরো বলেন, আগে রাজ্যে গণেশ পূজা হতো না বললেই চলে। কমিউনিস্টরা রাজ্য থেকে মানুষের আস্থা ধর্মীয় রীতিনীতি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল।। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে গণেশ পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় এই পুজোকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন রাজ্যবাসী। রাজ্যব্যাপী এক ধর্মীয় ভাবাবেগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনে দেশ তথা রাজ্য এগিয়ে চলেছে। সার্বিক উন্নতি হচ্ছে দেশের। ভারত মাথা উঁচু করে বিশ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য দেশ আজ ভারতকে সম্মানের চোখে দেখেন। বিগত আমলে এসব কিছুই সম্ভব ছিল না।

এছাড়াও এদিন শহরতলীর বিভিন্ন গনেশ পূজায় সামিল হয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন দুপুরে চড়িলাম মন্ডল আয়োজিত গনেশ বন্দনায় সামিল হয়েছিলেন তিনি।

হারিয়ে যাওয়া

● প্রথম পাতার পর

ওই মানিব্যাগটি কুড়িয়ে পেয়েছেন। ব্যাগের ভেতরে টাকা সহ সমস্ত কিছু অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেন তিনি। টাকা ফিরে পেয়ে হুমায়ুন অত্যন্ত খুশি হন, অন্যদিকে টাকা ফেরত দিয়ে আনন্দিত হন সুমনও।

এরপর আসে আরও বড় খুশির খবর। কিছুক্ষণ পরেই জানা যায়, হুমায়ুন এবং সুমনদুজনেরই পরিবারে জন্ম নিয়েছে ফুটফুটে কন্যা সন্তান। এই মানবিক ঘটনায় আবেগাপ্লুত হন পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি। তিনি দুই পরিবারকে সংবর্ধনা জানান এবং বলেন"সুমন বিশ্বাসের মত মানুষের কারণেই জাতপাতের ঊর্ধে উঠে সমাজে সততা ও মানবিকতা আজও বেঁচে আছে।"

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন সমীর চক্রবর্তী।

উত্তর ও পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে বন্যা ও দুর্যোগে জনজীবন বিপর্যস্ত: জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও ওড়িশায় অব্যাহত দুর্ভোগ

শ্রীনগর/চণ্ডীগড়/শিমলা/ভুবনেশ্বর, ২৭ অগস্ট : উত্তর ও পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে টানা বৃষ্টিপাতের জেরে সৃষ্ট বন্যা, ভূমিধস এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধি জনজীবনকে সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় টানা ২৪ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জম্মু ডিভিশনে পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, বৈষ্ণোদেবী যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ত্রিকূট পর্বতের উপরে যাত্রাপথে একাধিক ভূমিধসে ৬ জন ভক্ত প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। দোডা জেলায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। হিমকোটি যাত্রাপথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। জম্মুর কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সব সরকারি অফিস বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি হয়েছে, যদিও জরুরি পরিষেবা চালু আছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ত্রাণ সহায়তা ও জরুরি যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে, যা প্রশাসনের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও উপলব্ধ। এদিকে, জম্মু-কাশ্মীরের প্রধান নদীগুলি যেমন তাওই, চেনাব, নেরু ও কালনাই এর জলস্তর মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দফতর আগাম আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রাখায় পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা।

অন্যদিকে, পাঞ্জাবেও বন্যা পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে উঠছে। বিশেষত রাভি, বেয়াস ও শতদ্রু নদীর জলধারায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। পাঠানকোট, গুরুদাসপুর, ফজিলকা, ফিরোজপুর, হোশিয়ারপুর, কপুরথলা ও তরণতারণ সহ অন্তত সাতটি জেলা হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে, অমৃতসরেও সতর্কতা জারি হয়েছে। রঞ্জিত সাগর ড্যাম ও পং ড্যামের জলস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে, ফলে সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়া হচ্ছে। ভাকরা ড্যাম থেকেও এক সপ্তাহ ধরে নিয়ন্ত্রিত জল ছাড়া হচ্ছে যাতে বাঁধের কোনও ক্ষতি না হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সব আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করে, ২৪ ঘণ্টা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ঘর খোলা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার ও ত্রাণকাজে নিযুক্ত হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশে চিত্র আরও ভয়াবহ। চম্বা, কাংরা ও মান্ডি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির ফলে ভূমিধস ও সড়ক বিচ্ছিন্নতার ঘটনা ঘটেছে। চম্বা জেলাটি বিগত চার দিন ধরে দেশের বাকি অংশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। নেই টেলিযোগাযোগ পরিষেবা, ভেঙে গেছে একাধিক রাস্তা, বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, "সরকার দুর্যোগ মোডে আছে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নয়।" তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কুর সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এই দুর্যোগ মোকাবেলায়। তিনি দাবি করেন, হাজার হাজার গবাদি পশু মারা গেছে, বহু ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, কিন্তু সরকার রাজনৈতিক বিবৃতি দিতেই ব্যস্ত। এর মধ্যে আইএমডি চম্বা, মান্ডি এবং কাংরায় লাল সতর্কতা জারি করেছে পরবর্তী দুই দিনের জন্য। ২৮ অগস্ট থেকে বিভিন্ন জেলায় হলুদ এবং কমলা সতর্কতা কার্যকর থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে শিমলা, কুলু, লাহুল-স্পীতি প্রভৃতি জেলা। মান্ডি-কুলু মহাসড়ক ও বিকল্প পথগুলো একাধিক ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত, ফলে যোগাযোগ ব্যাহত।

এদিকে পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যেও বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। যদিও নদীগুলোর জলস্তর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে, তবু বালাসোর, ভদ্রক ও জাজপুর জেলার প্রায় ১৭০টি গ্রাম এখনও জলবন্দি। জাজপুরে কানি নদীর একটি বাঁধ ভেঙে ৪৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। সুদারগড় জেলার সাহাজবাহাল এলাকায় একটি ব্রিজ পার হওয়ার সময় ট্রেলার ট্রাক ভেসে গিয়ে এক চালক নিখোঁজ হয়েছেন, ট্রাকের সহকারীকে উদ্ধার করেছে দমকল কর্মীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্মু-কাশ্মীরে অতিভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন, বাতিল ৪৫টি ট্রেন, বন্ধ ৬ জেলার স্কুল-কলেজ, ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা

জম্মু/কাশ্মীর, ২৭ অগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বর্ষণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে জনজীবন কার্যত থমকে গিয়েছে। উত্তর রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জম্মু, উধমপুর এবং কাটরা থেকে ছাড়ার এবং সেখানে পৌঁছনোর মোট ৪৫টি ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে, এছাড়াও আরও ২৫টি ট্রেনকে সংক্ষিপ্ত রুটে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির মধ্যে কাটরা থেকে ছাড়ার কথা ছিল ৯টি, উধমপুর থেকে ২টি এবং জম্মু থেকে ১টি।

পাশাপাশি কাটরা, উধমপুর ও জম্মুগামী বেশ কয়েকটি আগত ট্রেনও বাতিল করা হয়েছে। কাটরা হল বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের বেস ক্যাম্প, ফলে তীর্থযাত্রীদেরও ভোগান্তি চরমে উঠেছে। মাত্র ৩৮ ঘণ্টায় জম্মু শহরে ৩৮০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা একাধিক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রবল বৃষ্টির কারণে একাধিক সেতু ধসে পড়েছে, রাস্তা ভেঙে গিয়েছে এবং বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষকে প্রশাসনের তরফে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে রেল কর্তৃপক্ষ বুধবার থেকে আংশিকভাবে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করেছে। জম্মু ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, ছয়টি ট্রেন যার মধ্যে তিনটি পূর্বে বাতিল এবং তিনটি মাঝপথে সংক্ষিপ্ত রুটে থেমে গিয়েছিল আজ তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এই ট্রেনগুলি হল: জম্মু তবি-কামাখ্যা এক্সপ্রেস, জম্মু-সাম্বলপুর, জম্মু-অম্বেদকর নগর, জম্মু-বারাণসী, জম্মু-বান্দ্রা এবং জম্মু-ছপরা। তবে, কাটরা-শ্রীনগর রুটে ট্রেন চলাচল এখনও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। অপরদিকে, কাশ্মীর উপত্যকায় টানা বৃষ্টির ফলে আবহাওয়ার অবনতি অব্যাহত রয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অনন্তনাগ, কুলগাম, পুলওয়ামা, শোপিয়ান, বাডগাম ও শ্রীনগর এই ছয়টি জেলার সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ পরবর্তী কয়েকদিন ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এদিকে, গতকাল বিকেল থেকে কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ এলাকায় মোবাইল ও ল্যান্ডলাইন পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি পরিষেবা পুনরায় চালু করার চেষ্টা চালালেও প্রবল বর্ষণ ও একাধিক এলাকায় ভূমিধসের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

একইসঙ্গে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক আজ দ্বিতীয় দিনের মতো পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে, যার ফলে সড়কপথেও যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সহায়তার জন্য উত্তর রেলওয়ের পক্ষ থেকে জম্মু তবি, শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা, পাঠানকোট এবং নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। পাশাপাশি জারি করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বরও। জম্মুর জন্য হেল্পলাইন নম্বর হল ৭৮৮৮৮৩৯৯১১ এবং দিল্লির জন্য ৯৭১৭৬৩৮৭৭৫১।

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে উত্তর রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিমাংশু শেখর উপাধ্যায় জানিয়েছেন, চলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে এবং পরিস্থিতির উন্নতির ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে জরুরি প্রয়োজনে বাইরে না বেরনোর, সর্বদা সতর্ক থাকার এবং আবহাওয়া দফতরের নির্দেশিকা অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, এসডিআরএফ এবং সেনা বাহিনী একযোগে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। তবে প্রশাসনের আশঙ্কা, পুরো অঞ্চল জুড়ে যে দুর্যোগ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগতে পারে।

ভারত ও কুয়েতের মধ্যে সপ্তম পররাষ্ট্র দপ্তর পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত নিউ দিল্লিতে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে জোর

নিউ দিল্লি, ২৭ আগস্ট : ভারত ও কুয়েতের মধ্যে সপ্তম পররাষ্ট্র দপ্তর পরামর্শ বৈঠক গতকাল অনুষ্ঠিত হয় ভারতের রাজধানী নিউ দিল্লিতে। বৈঠকে দুই দেশই পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক পর্যালোচনা করে এবং বহু ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও গভীর করতে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। বৈঠকে ভারতীয় পক্ষে সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব (গালফ) অসীম মহাজন এবং কুয়েতের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত সামেহ ঈসা জোহর হায়াত।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানায়, উভয় পক্ষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুয়েত সফরের সময় দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের দিকনির্দেশনায় প্রস্তুত করা রোডম্যাপ বাস্তবায়নে ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে। এছাড়াও, যৌথ কমিশন ফর কোঅপারেশন -এর আওতায় গঠিত যৌথ কর্মসমূহের বৈঠকগুলি যত দ্রুত সম্ভব এবং পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানায়, আগামী পররাষ্ট্র দপ্তর পরামর্শ বৈঠকটি কুয়েতে অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকের মাধ্যমে ভারত-কুয়েত সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও গভীর করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, শক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

জুয়াবিরোধী অভিযানে সাফল্য পুলিশ

শান্তিরবাজার, ২৭ আগস্ট : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জুয়ার আসরে পুলিশের থাবা। অভিযানে জুয়ার সামগ্রী সহ নগদ দশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অনলাইন জুয়া খেলা বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই জায়গায় সমাজের কিছু সংখ্যক দুষ্টচক্র বিভিন্ন প্রকারের জুয়া খেলা সংগঠীত করে যাচ্ছে। এই জুয়াখেলা বন্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলো দেবাদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশকে। দেবদারু এলাকায় প্রতিনিয়ত একটি দুষ্টচক্র তাস খেলার মাধ্যমে জুয়াখেলা সংঠীত করে যাচ্ছে। এই জুয়ার করালগ্রাসে আশক্ত হয়ে সর্বশান্ত হয়ে পরছে অনেক পরিবারের লোকজন। এই খবর জানার পর গতকাল জুয়াখেলার আসরে হানা দিলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। ওসি বকুল রিয়াং এর নেতৃত্বে জুয়াখেলার আসরে হানা দিয়ে নগদ দশ হাজার টাকা, জুয়া খেলার সামগ্রী সহ তিনজনকে আটক করে।

আরও জানা গিয়েছে, তিনজনের নামে এক লিখিত মামলা হাতে নিলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। ওসি বকুল রিয়াং এর এই ধরনের অভিযানে সকলে সাধুবাদ জানান। জানা যায় দেবদারু ফাঁড়ী থানার এই ধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারি থাকবে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ডেপুটেশনে বিপাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের রোগীরা

শান্তির বাজার, ২৭ আগস্ট: চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নে প্রতিনিয়ত উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই উদ্দেশ্যে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, ওই হাসপাতালের একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে অন্যত্র। ফলে স্থানীয় রোগীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বর্তমানে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. প্রসেনজিৎ দাস-কে পাঠানো হয়েছে মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। অন্যদিকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আবির ভৌমিক-কে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে উদয়পুরে। এর ফলে এখন শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে মাত্র একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ও একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থেকে গোটা জেলার চিকিৎসা পরিষেবা চালানো হচ্ছে।

রোগী ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দুইজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকাকালীন যেমন পরিষেবা পাওয়া যেত, বর্তমানে তেমনটা পাওয়া যাচ্ছে না। জরুরি মুহূর্তে চিকিৎসার জন্য রোগীদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু চিকিৎসা ও মেডিসিন বিভাগের রোগীরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ডা. প্রসেনজিৎ দাস ও ডা. আবির ভৌমিককে অবিলম্বে পুনরায় শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা হোক, যাতে জেলার মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান এবং রোগীদের কষ্ট লাঘব হয়।

লালজুরি ব্লকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পর্যালোচনা সভায় শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট : লালজুরি ব্লকের সভাকক্ষে গতকাল ব্লকভিত্তিক উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প ও বানিজা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এছাড়াও পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এমডিসি স্বপ্নারানী দাস, লালজুরি বি এ সি"র চেয়ারম্যান অজন্তকুমার চৌধুরী, লালজুরি ব্লকের বিডিও ময়ুখ দত্ত মজুমদার ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় শিল্প ও বানিজা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা চলতি অর্থবছরে লালজুরি ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি যেমন রাস্তাঘাট, পানীয়জল, কৃষি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে দ্রুত রূপায়ণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থানীয় এলাকার মানুষের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তিনি দপ্তর ও জন প্রতিনিধিদের একসাথে মিলে কাজ করার পরামর্শ দেন। সভার শুরুতে বিডিও ময়ুখ দত্ত মজুমদার চলতি অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। সভায় কাঞ্চনপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক কবির দেববর্মা এই অর্থবছরের এখন পর্যন্ত লালজুরি ব্লকে কৃষি কাজের চিত্র তুলে ধরেন।

রাজভবনে জিমন্যাসিয়ামের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট : স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাজভবনে একটি নতুন আধুনিক জিমন্যাসিয়ামের উদ্বোধন করেন। রাজভবনে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মচারিদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল কর্মজীবনের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, এই জিমন্যাসিয়ামটি রাজভবনে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মচারিদের একটি সক্রিয় ও ইতিবাচক জীবনধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করবে। এই জিমন্যাসিয়ামে বিভিন্ন আধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ট্রেডমিল, কার্ডিওভাস্কুলার মেশিন, ওয়েট ট্রেনিং মেশিন ইত্যাদি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের যুগ্ম সচিব রতন ভৌমিক সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে গণেশ পূজার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ আগস্ট : ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে শুরু হলো শ্রী শ্রী গণেশ চতুর্দশী মহোৎসব। পূজা উপলক্ষে গতকাল রাতে গণেশ পূজা কমিটির উদ্যোগে হিন্দু শাস্ত্রমতে জলভরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নিতীশ দে, বিশিষ্ট সমাজসেবক অরুন সাহা, বাজার কমিটির সম্পাদক অসীম পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবক পিন্টু ঘোষ সহ আরও অনেকে। অতিথিদের উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন ও ফিতা কেটে গণেশ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

জলভরা শোভাযাত্রায় ছিল গেরুয়া ধ্বজ হাতে অংশগ্রহণকারীরা, বাইক র‍্যালি, আসাম রাইফেলসের ব্যান্ড পার্টি, স্থানীয় ব্যান্ড পার্টি, 'অপারেশন সিঁদুর' থিমের ট্যাবলো, এবং ১১তম বছরের বিশেষ চিত্রাভিন্যাস। সারিবদ্ধভাবে প্রদীপ হাতে মহিলারা মঙ্গল ঘট নিয়ে অংশ নেন এই শোভাযাত্রায়। শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মনু নদীতে গিয়ে জল ভরে আনেন। স্থানীয়দের মতে, বর্তমানে এই গণেশ পূজা কৈলাসহরের অন্যতম প্রাণপ্রিয় পূজা এবং একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগকে ঘিরে উঠেছে নতুন অভিযোগ, এবার অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : সরকারি আইন অমান্য করে এবং বয়স সীমাকে উপেক্ষা করে 'মুখ চেনা'র ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক দের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ বা নিয়োগে অংশ নিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিয়মের তোয়াক্কা না করেই কিছু নাবালক-নাবালিকাকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের তীর তেলিয়ামুড়ার সিনিয়র স্বেচ্ছাসেবক বিবেক ভট্টাচার্য ও সুমন দেবনাথের বিরুদ্ধে। যাঁরা নাকি নিজেদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে বয়সসীমা না থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণে ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় বয়সসীমা পূর্ণ করেও অনেক ছেলে-মেয়ে সিনিয়রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকার কারণে প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়েছেন বলে অভিযোগ।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই মহকুমায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের জেরে ২৬ আগস্ট প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিনেই ১৮ বছরের নিচে থাকা অংশগ্রহণকারীদের হঠাৎ করে বের করে দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলবে ২৫ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ে।

রাজ্যে দুর্নীতি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে ৩০ আগস্ট মহাকরণ অভিমুখী মিছিল কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব সমস্যা ও লাগামহীন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে আগামী ৩০ আগস্ট রাজপথে নামছে প্রদেশ কংগ্রেস। আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে মহাকরণ অভিমুখী মিছিল সংগঠিত হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, সর্বভারতীয় নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে রাজ্যের জনগণের সমস্যা নিয়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে। তিনি বলেন"ডাবল ইঞ্জিন সরকার শুধু দুর্নীতি ও অপরাধকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। দারিদ্রতা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি এবং বেকারদের প্রতি উদাসীন মনোভাব এখন সরকারের অঙ্গীকারে পরিণত হয়েছে।"

চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, রাজ্যে নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের উপর হামলার মতো ঘটনা বেড়েই চলেছে। উদয়পুরের ভাঙ্গর পাড়ায় নারীর উপর নির্যাতন এবং বিশালগড়ে এক শিক্ষকের উপর হামলার ঘট আর তীব্র নিন্দা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার প্রতিদিন উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছে। কংগ্রেসের মতে, ৩০ আগস্টের এই মহাকরণ অভিমুখী বিক্ষোভ শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের একটি মঞ্চ হতে চলেছে।

মাশরুম চাষে গুরুত্ব দিয়ে হর্টিকালচার রিসার্চ স্টেশনে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ত্রিপুরা রাজ্যে এখন প্রতিনিয়ত মাশরুমের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা পূরণের জন্য ভিন রাজ্য থেকে কিছু জাতের মাশরুম আসছে। রাজ্যকে মাশরুম চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে রাজ্যের অধিক সংখ্যক চাষীদের এই চাষের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। তার অঙ্গ হিসেবে বুধবার আগরতলার পার্শবর্তী নাগিছড়া এলাকার স্টেট হর্টিকালচার রিসার্চ স্টেশনে একদিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় রাজ্যের আট জেলার ৩০টি ফারমার্স প্রোডিউসার কোম্পানি থেকে দুই জন করে মোট ৬০ জন সদস্য অংশ নেন।

গবেষণা কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে প্রথমে চারা গাছে জল শিঞ্চনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ড রাজীব ঘোষ, ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী এম ডি রাজীব দেববর্মা, এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর পিঙ্কু বাসাল দেববর্মা, অনিতা মজুমদার, রাখী দেববর্মা, সাগরিকা ভট্টাচার্য, প্রান্তিকা সিনহা প্রমুখ। এর পর গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ড রাজীব ঘোষ এই গবেষণা কেন্দ্রের বিষয়ে বিস্তারিত তোলে ধরেন।

গবেষণা কেন্দ্র বিষয়ক একটি তথ্য চিত্র দেখানো হয়। এর পর এই গবেষণা কেন্দ্র"র মাশরুম শাখার ইনচার্জ এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর অভিনাষ দাস মাশরুমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে প্রশিণার্থীদের সহজে মাশরুম চাষ বিষয়ক পুস্তিকা দেওয়া হয়।

এদিনের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জয়েন্ট ডিরেক্টর রাজীব দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী এবং স্টেট হর্টিকালচার রিসার্চ স্টেশনের যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা হয়। এতে এফপিসি গুলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টররা এসেছেন। তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। পরবর্তী সময় বাণিজ্যিক ভাবে তারা মাশরুম উৎপাদন করবেন বলে জানান।

কর্মশালার পর প্রশিণার্থীরা মাশরুম ল্যাব সহ গোটা গবেষণা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। নানা জাতের সবজি বীজ তোলে দেওয়া হয়।।

রাজ্যে এসএসজিডি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীকরণের দাবিতে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জমায়েত চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট : রাজ্যে এসএসজিডি চাকরিপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দাবিতে বুধবার রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে একত্রিত হলেন বহু পরীক্ষার্থী। তাদের অভিযোগ, ২০২৪-২৫ সালের পরীক্ষার জন্য যে প্রার্থীরা মিজোরামের আইজলে গিয়েছিলেন, তারা সেখানে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারেননি। ফলে আগামীর পরীক্ষায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের দাবি, এতদিন ধরে এসএসজিডি-র ফিজিক্যাল টেস্ট ত্রিপুরাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। রাজ্যের গরিব ঘরের ছেলেরা এখানেই বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিন্তু এবছর হঠাৎ করে ২০শে আগস্ট থেকে আইজল, মিজোরামে ফিজিক্যাল টেস্ট শুরু হয়। সেখানে পৌঁছাতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হন। দূরত্ব, যোগাযোগব্যবস্থা ও সঠিক রাস্তাঘাট না থাকায় অনেকেই যথাযথভাবে পরীক্ষা দিতে পারেননি।

ফলে বুধবার চাকরিপ্রার্থীরা রাজ্যের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের কাছে আবেদন রাখেন। তাদের বক্তব্য, আগামি ২০২৪-২৫ সালের পরীক্ষায় যেন পুনরায় ত্রিপুরায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং এখানেই ফিজিক্যাল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। বিপ্লব কুমার দেবকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তিনি যেন এই দাবি দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

চাকরিপ্রার্থীদের মতে, রাজ্যে পরীক্ষার আয়োজন হলে গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরাও সমান সুযোগ পাবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে।

বেহাল সমরেন্দ্রগঞ্জ—মাধবনগর সড়ক, ঝুঁকিতে ব্রিজ; দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

সাব্রুম, ২৭ আগস্ট: সমরেন্দ্রগঞ্জ কিল্লাটিলা থেকে সোনিয়ারখিল হয়ে মাধবনগর যাওয়ার একমাত্র ইটের সড়কটির আজ চরম দুরবস্থা। দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়ায় রাস্তার জায়গায় জায়গায় বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। বিশেষত বর্ষার সময় সামান্য বৃষ্টিতেই ওই গর্তগুলোতে জল জমে চলাচল একেবারেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রতিদিন এ পথে চলাচলকারী যানবাহন ও পথচারীরা নিত্যদিন বিপাকে পড়ছেন।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এই সড়কটি শুধু মাধবনগরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে না, আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রামের মানুষ প্রতিদিন এই পথেই যাতায়াত করেন। স্কুল—কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কৃষিজীবীরা বাজারে পণ্য নিয়ে যেতে এই রাস্তাটির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রায়ই গাড়ি বিকল হচ্ছে এবং দুর্ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ।

এছাড়াও সড়কের উপর অবস্থিত একটি ব্রিজ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে এলাকায়। ব্রিজটির পিলার ও মেঝেতে ফাটল দেখা দিয়েছে, ফলে ভারী যান চলাচল মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা তৈরি করছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, দ্রুত মেরামত না হলে যেকোনো মুহূর্তে ব্রিজটি ভেঙে পড়তে পারে এবং তখন পুরো এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। স্থানীয়দের ক্ষোভ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে সমস্যার কথা জানিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এ প্রসঙ্গে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াত থেকে শুরু করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াসবকিছুতেই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সরকার যদি শীঘ্রই পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ফলে এলাকাবাসীরা সরকারের প্রতি জোরালো দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে সমরেন্দ্রগঞ্জ—মাধবনগর সংযোগ সড়ক ও ব্রিজটির সংস্কার করা হোক। নচেৎ কয়েকশো মানুষের জীবনযাত্রা আরও সংকটে পড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ডার্বি ম্যাচে দেবাশীষের হ্যাটট্রিক বুলেটসকে থামিয়ে এগিয়ে চল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফুটবল মাঠে যেন ঝামেলা লেগেই রয়েছে। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের আসর যতটাই শেষের দিকে এগোচ্ছে, ততটাই যেন মাঠে উত্তেজনার পারদ ক্রমবর্ধমান। ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে ডার্বি ম্যাচ ছিল আজ, বুধবার। প্রথম সারির দুই দল এগিয়ে চলো সংঘ ও নাইন বুলেটস এর মধ্যে এবারকার লীগ আসরে দুদলের-ই এটি অষ্টম ম্যাচ ছিল এর আগ পর্যন্ত কিন্তু কোনও দল হারের সম্মুখীন হতে হয়নি। সাতটি করে ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতে জয়ী হয়ে একটিতে ড্র করে দুই দল ১৯ করে পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরে খেলা যথারীতি নিশ্চিত করে নিয়েছে। তবুও শক্তিশালী দুই দলের মধ্যে ভাইটাল ম্যাচে জয়ী হয়ে সুপার ফোরে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মরিয়া হয়েই আজ মাঠে নেমেছিল। এগিয়ে চলো সংঘের চমকপ্রদ তথা প্রথমার্ধে পুরোপুরি ভাবে আক্রমণাত্মক খেলে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে এক বা একাধিক গোল করে নিজেদের এগিয়ে রাখার লক্ষ্যে সাফল্য পেয়েছে। গোলের শুরু খেলার ১০ মিনিট থেকে সবাত জমাতিয়ার দৌলতে। ২৮ মিনিটের মাথায় দেবাশীষ রাই-এর গোল।

এগিয়ে চলোর পক্ষে ব্যবধান বেড়ে দুই-শূন্য হয়। পক্ষান্তরে গোল পরিশোধের লক্ষ্যে তারুণ্যে ভরপুর নাইন বুলেটস-এর খেলোয়াড়রা যথেষ্ট চেষ্টা শুরু করলেও মুখ্যত: গোলের সুযোগ পায়নি। উপরন্তু রাফ এন্ড ফাউল খেলার দায়ে রেফারি যথারীতি প্রথমার্ধেই দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। প্রথমার্ধের অন্তিম সময়ে বিশেষ করে ইনজুরি টাইমে দেবাশীষ রাই পরপর আরও দুটো গোল করলে একদিকে যেমন দেবাশীষের চমকপ্রদ হ্যাটট্রিক হয়। অপরদিকে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমার্ধে ৪-০ গোলে এগিয়ে থেকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে পুরোপুরি রক্ষণাত্মক খেলে এগিয়ে চলো সংঘ গোল ব্যবধান কমানোর পক্ষপাতিত্তে আসেনি। সম্পূর্ণ খেলায় নাইন বুলেটস একাধিক চেষ্টা করেও একটি গোলও শোধ করার সুযোগ পায়নি। আবারও দুজনকে হলুদ কার্ড দেখে সতর্ক হতে হয় রেফারি বিশ্বজিৎ দাসের কাছ থেকে।

এ ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	প:	বি:	পয়েন্ট
এগিয়ে চল:	০৮	০৭	০০	০১	২২	০৪	২২
নাইন বুলেটস:	০৮	০৬	০১	০১	১৯	০৯	১৯
কল্যাণ সমিতি:	০৮	০৫	০২	০১	১৬	০৯	১৪
ব্লাড মাউথ:	০৮	০৪	০২	০২	১৫	১১	১৪
ফরোয়ার্ড:	০৭	০২	০১	০৪	১৬	০৯	১০
রামকৃষ্ণ:	০৮	০৩	০৫	০০	১৬	২০	০৯
লালবাহাদুর:	০৯	০২	০৪	০৩	১২	২০	০৯
জুয়েলস:	০৭	০২	০৩	০২	১৭	১৬	০৮
টাউন ক্লাব:	০৮	০০	০৬	০২	০৫	১৭	০২
ফ্রেন্ডস ইউ:	০৭	০০	০৭	০০	১০	৩৪	০০

পানিসাগরে রাজ্যভিত্তিক স্কুল অ্যাথলেটিক্স জমজমাট, স্পোর্টস স্কুলের স্মৃতি দ্রুততম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের দ্রুততম মানবী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের স্মৃতি দাস। পানিসাগরে অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ায় অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অনূর্ধ ১৯ বালিকা বিভাগে স্পোর্টস স্কুলের স্মৃতি দাস ১২.৭৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক পেয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলেরই অনামিকা পাল ১২.৯৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে। পশ্চিম জেলার স্নিগ্ধা মোদক পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক ১৪.৪৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে। এই প্রতিযোগিতায় ৩০০০ মিটার দৌড়ে অনূর্ধ ১৭ বছর বালিকা বিভাগে স্পোর্টস স্কুলের সৃজিতা দাস, পশ্চিম জেলার প্রিয়া গৌড়, সিপাহীজলার তৃষা দেব, ডিসকাস থ্রো-তে অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে পশ্চিম জেলার দেবাশীষ রায়, ধলাইয়ের সৃজন দাস দক্ষিণ ত্রিপুরার সমরজিত নোয়াতিয়া; বালিকা বিভাগে দেবযানী দত্ত, বর্ষা দে, রাজশ্রী দেব; অনূর্ধ ১৪ বালিকদের ১০০ মিটার দৌড়ে মৌসুমী পাল, ইভানা দেববর্মা, ঈশা নোয়াতিয়া; বালক বিভাগের আইচুক দেববর্মা, রিঙ্কু দেববর্মা, রিপন শীল; অনূর্ধ ১৭ বছর বালক বিভাগের সৌমেন পাল, সৌরভ দত্ত, রাহুল মজুমদার; বালিকা বিভাগে সুস্মিতা দাস, জয়শ্রী শাহ, অনামিকা শূর রায়; অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে শুভঙ্কর দাস, প্রভাত দেববর্মা ও ভিকি দাস; অনূর্ধ ১৪ বালিকাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সোলাঙ্কি দাস, সৃজা রায়, অনিতা দত্ত; অনূর্ধ ১৪ বালিকা বিভাগে ডিসকাস থ্রো-তে দেবশ্রী দাস, অনুরূপা দেবনাথ, রিঙ্কি দাস; বালক বিভাগে নবজীত দাস, টৌটন মালাকার, প্রসেনজিৎ দাস; শটপুটে অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে সৌরজিৎ দেবনাথ, অনীক দাস, রুপন দেবনাথ; বালিকা বিভাগে কবিতা দাস, দেবী দেবনাথ, পুর্ণিমা মগ; লং জাম্পে অনূর্ধ১৪ বালক বিভাগে মনোজ মালাকার, রাজেশ দাস, রিপন শীল; বালিকা বিভাগে স্বায়নি দেববর্মা, কঞ্চালিকা সূত্রধর, টিনা ত্রিপুরা; অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে দেবকুমার জমাতিয়া, প্রিয়াঙ্কর রুদ্রপাল, ছাহিল রিয়াং; বালিকা বিভাগে রিতা নোয়াতিয়া, সায়নিকা দাস এলেনা ত্রিপুরা; অনূর্ধ ১৯ বালিকা বিভাগে অঙ্কিতা দেবনাথ, সোনম দাস, সুজন দেবি ত্রিপুরা; বালক বিভাগে হরিমোহন ত্রিপুরা, শিশির রহমান অমিত রিয়াং যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল প্রতিযোগিতার অন্তিম দিনে আরো কিছু ইভেন্টের চূড়ান্ত লড়াই অনুষ্ঠিত হবে।

আট মাসের মধ্যে আরও এক বার অবসর

টেস্টের পর আইপিএলকেও বিদায় জানালেন অশ্বিন

গত বছরের ডিসেম্বরে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এ বার আইপিএলকেও বিদায় জানালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার সকালে নিজের সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন তিনি। ফলে আইপিএলের অন্যতম সফল বোলারের যাত্রা শেষ হল।

বুধবার গণেশ চতুর্থী। সেই দিনটিকেই অবসর ঘোষণার দিন হিসাবে বেছে নিয়েছেন অশ্বিন। তিনি লিখেছেন, "বিশেষ দিন। তাই একটা বিশেষ শুরু। ওঁরা বলেন, প্রতিটা সমাপ্তি একটা নতুন শুরুর ইঙ্গিত। আজ আইপিএলের ক্রিকেটার হিসাবে আমার যাত্রা এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আজ থেকেই বিভিন্ন লিগে ক্রিকেটের অভিযাত্রী হিসাবে আমার অভিযান শুরু হচ্ছে।"

অশ্বিনের সংযোজন, "এত বছর ধরে দারুণ সব স্মৃতি এবং সম্পর্ক রাখার জন্য সকল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ। আজ পর্যন্ত যা পেয়েছি, তার জন্য আইপিএল এবং বোর্ডকে ধন্যবাদ। আগামী দিনে যা সামনে আসতে চলেছে, সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করছি।"

অশ্বিনের কথাতেই ইঙ্গিত, তিনি বিদেশের বিভিন্ন খেলতে চাইছেন। ভারতের সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। এ বার আইপিএল থেকেও সরে গেলেন। ফলে বিদেশের লিগে খেলতে আর সমস্যা থাকল না তাঁর। সম্প্রতি দীনেশ কার্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার 'এসএটি২০' লিগে খেলেছেন। তাই ভবিষ্যতে অশ্বিনকেও বিদেশি লিগগুলিতে দেখা যেতে পারে।

সব মিলিয়ে, আইপিএলে ২২১টি ম্যাচে ১৮৭টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। ব্যাট হাতে রয়েছে ৮৩৩ রান। ২০১০ এবং ২০১১ সালে চেন্নাইকে আইপিএল জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, এ মাসের শুরুতেই অশ্বিন চেন্নাই সুপার কিংস ছাড়তে চেয়েছিলেন। চেন্নাই কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন, মিনি নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কী কারণে অশ্বিন দল ছাড়তে চাইছিলেন তা পরিষ্কার ছিল না।

শুধু দল নয়, সিএসকে অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর অফ অপারেশন্সের পদ থেকেও ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

এক দশক পরে গত বারই চেন্নাইয়ে ফিরেছিলেন অশ্বিন। নিলামে তাঁকে ৯.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল চেন্নাই। প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি। ৯ ম্যাচে মাত্র ৭ উইকেট পেয়েছিলেন। ম্যাচে প্রভাব ফেলতে না পারার কারণে বার বার তাঁকে সমালোচিত হতে হয়েছে। সমস্যা হয়েছিল মাঠের বাইরেও। আইপিএলে চেন্নাইয়ের অভিযান শেষ হওয়ার পর অশ্বিনের ইউটিউব চ্যানেলে চেন্নাই বিরোধী মন্তব্য করেছিলেন বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটার। কেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন সেই সব মন্তব্য সম্প্রচার করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। চাপের মুখে অশ্বিন সেই ভিডিয়ো মুছে দেন এবং প্রকাশ্যে ক্ষমাও চান।

ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত মাইকেল ক্লার্ক ! নিজেই জানালেন সোশাল মিডিয়া পোস্টে

ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার মাইকেল ক্লার্ক। নিজের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত এই খবর সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ক্লার্ক নিজেই। এর পাশাপাশি তিনি সকলের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, সবাই যেন নিয়মিত স্বাস্থ্য চেকআপ করিয়ে নেন।

এক ফেসবুক পোস্টে ক্লার্ক লিখেছেন, 'ত্বকের ক্যান্সার বাস্তব। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায়। আজ আমার নাক থেকে আরও একটি কেটে ফেলা হয়েছে। বন্ধু ভেবে বলছি, নিয়মিত ত্বক পরীক্ষা করান। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, নিয়মিত চেকআপ এবং প্রাথমিক শনাক্তকরণই মূল চাবিকাঠি। আমি কৃতজ্ঞ যে, গুগোড়াতেই বুঝে গিয়েছিলেন।'

তাঁর মার্জিত ব্যাটিং এবং কৌশলগত দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন মাইকেল ক্লার্ক। ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১১৫টি টেস্ট, ২৪৫টি একদিনের ম্যাচ ও ৩৪টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন ক্লার্ক। টেস্ট ও একদিনের ম্যাচ, দুই ধরনের ফরম্যাটেই নেতৃত্ব দিয়েছেন দলকে। অস্ট্রেলিয়াকে ৭৪টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্লার্ক। এর মধ্যে ৪৭টিতে জয়লাভ ও ১৬টি হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। যা এককথায়, অসাধারণ। এর পাশাপাশি ১৩৯টি একদিনের ম্যাচেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৩-২০১৪ সালে অ্যাশেজ জয় করে অস্ট্রেলিয়া। ২০১৫ সালে বিশ্বকাপ জেতে। আগ্রাসী কৌশলের জন্য সুপরিচিত ছিলেন ক্লার্ক। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসাবে গণ্য হন তিনি।

স্কিন ক্যান্সারের কারণ কী ?

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সূর্যের আলোর কারণে ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে। এই ক্যান্সারকে মেলানোমা ক্যানসার বলা হয়। শরীরের যেসব অংশ প্রচণ্ড সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসে সেখানে এই ক্যান্সার বেশি হয়। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের মতে, কড়া রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। নিজেকে যতটা সম্ভব হাইড্রেট রাখুন। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে রোদে বের না হওয়ার চেষ্টা করার কথাও বলা হয়েছে।

সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও, যাদের পারিবারিক ইতিহাস এবং দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে তাদের ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে ত্বক ক্যান্সারের ঝুঁকি কম। শ্বেতাঙ্গদের ত্বকে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে ঘাড় ও হাতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি। শরীরে প্রখর রোদ পড়া এড়াতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যেই বের হতে। এই সময়ে ভিটামিন ডি পাওয়া যায় এবং এর পরে সূর্যের আলো শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কড়া রোদে বাইরে যাবেন না, বাইরে গেলেও নিজেকে ঢেকে রাখুন।

সহজ জয় সিনার, শিয়নটেকের, ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে দুই প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন

সহজেই ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জানিক সিনার ও ইগা শিয়নটেক। পুরুষদের সিঙ্গলসে শীর্ষ বাছাই সিনার এবং মহিলা সিঙ্গলসের দ্বিতীয় বাছাই শিয়নটেক, দু'জনেই জিতলেন সরাসরি সেটে।চেক প্রজাতন্ত্রের অবাছাই ভিট কপরিভা যেমন সিনারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি, তেমনই কলম্বিয়ার অবাছাই খেলোয়াড় এমিলিয়ানা অ্যারাঙ্গো সমস্যা ফেলতে পারেননি শিয়নটেককে। সিনার জেতেন ৬-১, ৬-১, ৬-২ গেমে। ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী শিয়নটেকের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-২। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন পুরুষ সিঙ্গলসের দশম বাছাই লোরেনজো মুসেত্তি।উইম্বলডন জয়ের ফর্ম দিয়েই বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম শুরু করলেন পোলিশ তারকা শিয়নটেক। বলা যায় একপেশে ভাবেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর। প্রথম সেটে শিয়নটেক ৩টি ডবল ফল্ট করলেও তার সুবিধা কাজে লাগাতে পারেননি অ্যারাঙ্গো। শিয়নটেকের শক্তিশালী সার্ভিসের সামনেও কখনও কখনও অসহায় দেখিয়েছে বিশ্বের ৮০ নম্বর খেলোয়াড়কে। গোটা ম্যাচে একটিও ব্রেক পয়েন্ট আদায় করতে পারেননি তিনি। প্রথম সেটে নিজের প্রথম সার্ভিস গেম ছাড়া জিততে পারেননি। দ্বিতীয় সেটে তুলনায় ভাল লড়াই করেছেন। তবু শিয়নটেককে সমস্যা ফেলার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে ১ ঘণ্টায় ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন শিয়নটেক।প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন মহিলাদের ২৭তম বাছাই ইউক্রেনের মার্টা কোস্ট্যুক। তিনি ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন ব্রিটেনের কেটি বুলটারকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকেছেন ইটালির মুসেত্তি। তবে তাঁকে লড়াই করতে হল ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। ফ্রান্সের অবাছাই খেলোয়াড় জিয়োভান্নি পেরিকার্ডকে হারালেন ৬-৭ (৩-৭), ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ! ফের বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হবে রোহিতকে, ছাড় পাচ্ছেন কোহলি ?

টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। এবার কি ওয়ানডে থেকে বিদায় নিতে 'বাধ্য' করা হবে রোহিত শর্মাকে? এই নিয়ে জল্পনা চলছেই। এর মধ্যে জানা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ফের পরীক্ষায় বসতে হবে রোহিত শর্মাকে। তবে শুধু রোহিত নয়, এই পরীক্ষা দিতে হবে কেএল রাহুলকেও। তবে সম্ভবত এখনই পরীক্ষায় বসতে হবে না বিরাট কোহলিকে।

আগামী অক্টোবরে তিন মাচের ওয়ানডে এবং তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। সেই সিরিজে নাকি রোহিতের সামনে সম্মানজনক অবসরের একটা পথ খুলে দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, সিনিয়র দলের আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারতের 'এ' দল। তারা ৩০ সেপ্টেম্বর, এবং ৩ ও ৫ অক্টোবর তিনটি ওয়ানডে খেলবে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে। ওই সিরিজে ভারতীয় দলে থাকতে পারেন রোহিত, এমনটাই শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু তার আগে বোর্ডের ইয়ো-ইয়ো টেস্ট দিতে হবে রোহিতকে। ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট রেভস্পোর্টসের খবর অনুযায়ী, ৩০ ও ৩১ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের নতুন সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে পরীক্ষা দিতে পারেন ওয়ানডে অধিনায়ক। রোহিত ছাড়াও কেএল রাহুল ও আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে ইয়ো ইয়ো টেস্ট দিতে হবে।

অবনমন রুখতে মরিয়া ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ভাইটাল ম্যাচ আজ রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ-ই বলা যেতে পারে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের পক্ষে। তবে প্রতিপক্ষ ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) রামকৃষ্ণ ক্লাব ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের ৪০ তম ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন খেলবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে চেষ্টা চালাবে ফ্রেন্ড ইউনিয়ন, অন্ততপক্ষে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে হলেও জয় ছিনিয়ে এবারের মত অবনমন রুখে দিতে। এক ধাপ উচুতে রয়েছে টাউন ক্লাব।

যদিও এই টাউন ক্লাবের সঙ্গেই ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ভাইটাল ম্যাচ রয়েছে ৩১ আগস্ট। ফুটবল প্রেমীদের অনেকে টাউন ক্লাব এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ম্যাচটিকে অবনমনের ম্যাচ হিসাবে ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন। রামকৃষ্ণ ক্লাবের পক্ষে আগামীকালের ম্যাচে জয়ী হলেও সুপার ফোরে খেলার সুযোগ এবারের মত অধরাই থেকে যাচ্ছে। কেননা ইতোমধ্যে নাইন বুলেটস, এগিয়ে চল সংঘ, কল্যাণ সমিতি, ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং ফরওয়ার্ড ক্লাব সুপার ফোরের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। নাইন বুলেটস এবং এগিয়ে চল যথারীতি ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। কল্যান সমিতি, ব্লাড মাউথ এবং ফরওয়ার্ড-এর মধ্যে দুই দল সুপারে খেলার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ ক্লাব এ পর্যন্ত আট টি ম্যাচ খেলে নিয়েছে। জয়ী হয়েছে তিনটি ম্যাচে। টাউন ক্লাবকে ২-০ গোলে, লাল বাহাদুরকে ৭-২ গোলে এবং জুয়েলস এসোসিয়েশন কে ৪-২ গোলে হারিয়ে। পক্ষান্তরে পরাজিত হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব, কল্যাণ সমিতি, নাইন বুলেটস, এগিয়ে চলো সংঘ এবং সবশেষে ফরওয়ার্ড ক্লাবের কাছে। এদিকে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এ পর্যন্ত সাত ম্যাচের সাতটিতেই হেরে পয়েন্ট তালিকার সর্বশেষ স্থানে রয়েছে।

খেলার জন্য সব কিছু করতে রাজি সিরাজ, ইংল্যান্ডে আরও একটি টেস্ট খেলতেও আপত্তি ছিল না পাঁচ ম্যাচ খেলা বোলারের !

ভারতীয় দলের জোরে বোলারদের ফিটনেসে খুশি নন কোচ গৌতম গম্ভীর। ইংল্যান্ড সফরে মহম্মদ সিরাজ ছাড়া কোনও জোরে বোলারকে পাঁচটি টেস্টেই খেলাতে পারেননি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতের সফলতম বোলারও তিনি। সিরাজ বলেছেন, আরও একটি টেস্ট খেলে দিতে পারতেন ইংল্যান্ডে। ক্রিকেটারদের ফিটনেসের উন্নতির জন্য ব্রঙ্কো পরীক্ষা শুরু করছেন গম্ভীর। সিরাজের মন্তব্য তাঁকে খুশি করতে পারে। টানা পাঁচটি টেস্ট খেলার পরও তিনি নাকি ক্লান্ত হননি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিরাজ বলেছেন, "সত্যি বলতে, দেশের হয়ে খেলার সময় শরীরের কথা ভাবি না। শরীরের উপর কতটা ধকল পড়ছে, এটা ভাবা যায় না। আমাদের মতো মানুষদের ছোট থেকেই দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন থাকে। যখন সেই সুযোগ পাই, দু'হাতে লুফে নেওয়ার চেষ্টা করি।

সুযোগ যতটা সম্ভব বেশি কাজে লাগাতে চাই। দেশের জন্য প্রতিটা ম্যাচ জিততে চাই।"

ক্রিকেটারদের খেলার চাপ এখন আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়। এ সব নিয়েও ভাবতে চান না সিরাজ। ইংল্যান্ড সফরে ১৮৫.৩ ওভার বল করা জোরে বোলার বলেছেন, "ইংল্যান্ড সিরিজে আরও একটা টেস্ট থাকলে আমি ১০০ শতাংশ খেলতাম। দেশের হয়ে খেলাই আমার কাছে সবচেয়ে আগে।

বিশেষ করে টেস্ট খেলার জন্য সব কিছু করতে পারি। টেস্ট ক্রিকেটে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। এটা উপভোগ করি। টেস্ট ক্রিকেট হয়তো আমাদের মানসিক, শারীরিক ভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত করে দেয়। তবু চ্যালেঞ্জগুলো ভালবাসি। টেস্টে একটা স্পেল হয়তো খারাপ হল। আবার পরের স্পেলেই দারুণ কিছু করার সুযোগ থাকে। টেস্ট ক্রিকেটে যেমন দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াই ফেরার সুযোগ থাকে, তেমন আমাদের জীবনেও আমরা প্রতি দিন আরও ভাল হয়ে উঠতে পারি। এ জন্যই টেস্ট আমার প্রিয়।"

সিরাজের হার না মানা লড়াই ওভাল টেস্টে ভারতীয় দলকে জয় এনে দিয়েছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৬ রানে জয় পেয়েছিলেন শুভমন গিলেরা। ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরাজ বুঝতে দেননি জসপ্রীত বুমরাহের অভাবও।

তিন বছরে দ্বিতীয় বার নির্বাসনের মুখে ভারতের ফুটবল ফেডারেশন, নির্বাচনের সময়সীমা বেঁধে দিল ফিফা, না মানলেই শাস্তি

তিন বছরে দ্বিতীয় বার ফিফার নির্বাসনের সামনে ভারতের ফুটবল ফেডারেশন। মঙ্গলবার রাতে ফিফা এবং এএফসি-র তরফে চিঠি পেয়েছে তারা। জানানো হয়েছে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণ না হলে ফিফার শাস্তির মুখে পড়বে ফেডারেশন। সম্ভাব্য নির্বাসনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাঠানো চিঠিতে ফিফা জানিয়েছে, নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করা এবং রূপায়ণে বার বার দেরি হওয়ায় তারা 'গভীর ভাবে চিন্তিত'। ২০১৭-য় সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি ওঠার পর থেকেই ঝুলে রয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ ফিফার। ফলে ভারতীয় ফুটবলে 'অসহনীয় শূন্যতা এবং আইনি অনিশ্চয়তা' তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে তারা।

চিঠিতে সই করেছেন ফিফার সদস্য দেশগুলির মুখ্য কর্তা এলখান মামাদভ এবং এএফসি-র সদস্য দেশগুলির ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি ভাহিদ কারদানি। আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে, নতুন সংবিধানের সাহায্য নিয়ে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে ফিফা। ফেডারেশনের পরবর্তী সাধারণ সভার বৈঠকে নতুন সংবিধান রূপায়ণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সব কিছুই ফেডারেশনকে করতে হবে স্বাধীন ভাবে। সরকার-সহ কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। না মানলে বিষয়টি পাঠানো হবে ফিফার নির্দিষ্ট শাখার কাছে। সে ক্ষেত্রে নির্বাসিত হতে পারে ফেডারেশন।

আপাতত ফিফার পাঠানো চিঠি সুপ্রিম কোর্টের কাছে পাঠাবেন কল্যাণ। কেন্দ্রের ক্রীড়া এবং যুবকল্যাণ মন্ত্রককেও জানাবেন। এর পরে দ্রুত রায়দানের জন্য সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করা হবে। উল্লেখ্য, ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে মামলা ২০১৭ থেকে সুপ্রিম কোর্টে চলছে। সম্প্রতি শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তাদের রায় তৈরি করা হয়েছে। তবে নতুন ক্রীড়ানীতি মেনে যাতে সংবিধান তৈরি করা হয়, তার জন্য রায়দান পিছিয়ে দিয়েছে তারা।

২০২২-এর ১৬ অগস্ট ফেডারেশনকে নির্বাসিত করেছিল। কারণ সেই সময় সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত প্রশাসকদের কমিটি ফেডারেশনের কাজকর্ম দেখছিল, যা ফিফার কাছে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছিল। ১৫ দিন পর নির্বাসন ওঠে। এর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হন কল্যাণ।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু, প্রণয়, স্ট্রেট গেমে জিতে প্রতিযোগিতা শুরু দু'জনেরই

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন পিভি সিন্ধু ও এইচএস প্রণয়। মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে দু'জনেই স্ট্রেট গেমে জেতেন। কাউকেই জিততে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

এ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ১৫তম বাছাই সিন্ধু ২৩-২১, ২১-৬ গেমে হারিয়ে দেন অবাছাই কালোইয়ানা নলবানতোভাকে। প্রথম গেমে কিছুটা লড়াই হলেও দ্বিতীয় গেমে বুলগেরিয়ার প্রতিযোগীকে দাঁড়াতেই দেননি সিন্ধু। প্রথম গেমে একটা সময় সিন্ধু কিছুটা চাপে পড়ে গেলেও ৩৯ মিনিটে ম্যাচ জিতে নেন। বিশ্বের ৬৯ নম্বরের বিরুদ্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচ বারের পদকজয়ীকে শুরুতে কিছুটা রক্ষণাত্মক দেখিয়েছে। সে সময় আগ্রাসী ছিলেন নলবানতোভা। তবে গুরুত্বপূর্ণ সময় তাঁর পর পর কয়েকটি আনফোর্ডস এরর কাজে লাগিয়ে সিন্ধু প্রথম গেম জিতে নেন। শুরুতেই ০-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন সিন্ধু। তার পর টানা ৭ পয়েন্ট জিতে লড়াইয়ে ফেরেন। ২টি গেম পয়েন্ট বাঁচিয়ে শেষ হাসি হাসেন সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমে অবশ্য দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ীর সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি বুলগেরিয়ার খেলোয়াড়।

দু'নম্বর কোর্টে সিন্ধুর ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক পরেই প্রণয়ের ম্যাচ ছিল। তিনি ২১-১৮, ২১-১৫ গেমে হারান ফিলন্যান্ডের জোয়াকিম ওলডর্ফকে। প্রণয়ের জিততে সময় লাগে ৪৭ মিনিট। তাঁকেও কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হয়নি প্রথম রাউন্ডে। দুই গেমেই একটা সময় পর্যন্ত সমানে সমানে লড়াই করার চেষ্টা করেছেন ওলডর্ফ। তবে কখনই মনে হয়নি প্রণয় হেরে যেতে পারেন।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিন লক্ষ্য সেন হেরে গিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন দুই তারকার পারফরম্যান্স ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের আশাবাদী করতেই পারে।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

সহীম মিঞার স্পাইন সার্জারির জন্য সহযোগিতার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৫৩তম পর্বে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমস্যা পীড়িত মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সঙ্গে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেরই অভাব অভিযোগ শুনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে রাণীবাজারের কৃষ্ণনগরের বিশ্বজিৎ দাস তার স্নায়ুজনিত, গ্যাসট্রিক সহ নানা রোগের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। বিশ্বজিৎ দাস আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য সঠিকভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ দাসের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ দেন। মেলাঘরের দক্ষিণ কালাপানীয়া থেকে আগত বিল্লাল মিঞার ১২ বছরের ছেলে সহীম মিঞার স্পাইন সার্জারির জন্য সহায়তা প্রদানের আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিল্লাল মিঞার ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে তৎক্ষনাৎ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। আগরতলার ভাটি অভয়নগরের নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কিডনি জনিত রোগে ভুগছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি তার স্ত্রীর সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেন না। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এছাড়াও নলছড়ের বিপদ দেবনাথ, ফটিকরায়ের হেনা দাস, আগরতলার রামনগরের সুমন ভট্টাচার্য্য, বিশালগড়ের সোহেল আলম প্রমুখ চিকিৎসা সংক্রান্ত সহযোগিতার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেরই সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় সমাধানের আশ্বাস দেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য ছাড়াও আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের প্রধান সমাজপতি দেবাঞ্জন চাকমা পরিষদের বিভিন্ন দাবী ও সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সহায়তার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা পরিষদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শিরোমনি দেববর্মা এবং আইজিএম হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

ডলুছড়া গ্রামবাসীদের ডেপুটেশন ফের সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি

কৈলাসহর, ২৭ আগস্ট: কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ডের ডলুছড়া গ্রামবাসীরা বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফের ডেপুটেশন দিলেন মহকুমা প্রশাসনের কাছে। বুধবার দুপুরে তারা মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট মতি রঞ্জন দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানান।

কৈলাসহরে গৌরনগর ব্লকের অধীনস ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের ডলুছড়া গ্রামে যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র ইট সলিং রাস্তা রয়েছে। গ্রামে প্রায় কুড়ি পরিবারের বসবাস রয়েছে। গ্রামবাসীরা জানান যে, দীর্ঘদিন ধরে ডলুছড়া গ্রামের রাস্তাটি সংস্কার না করায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে ডলুছড়া গ্রামের প্রবেশ পথে রাস্তাটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে রয়েছে। ডলুছড়ার জলে রাস্তার মাটি তলিয়ে গেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি। গত বছর গ্রামবাসীরা নিজেরা গ্রামে চাঁদা তোলে বাঁশ ক্রয় করে বাঁশের বেড়া দিয়ে মাটি ফেলার পর কিছুদিন চলাফেরা করার পর সাম্প্রতিককালে বৃষ্টির জলের স্রোতে বাঁশের বেড়া ভেঙ্গে মাটি ডলুছড়ার জলে তলিয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা ফের স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কয়েকটি বাঁশ মাটিতে ফেলার পর আর কিছুই করেনি। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেয় যে, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই কাজ করা সম্ভব নয়। পঞ্চায়েতের কাছ থেকে এই কথা শোনার পর গ্রামবাসীরা রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বিগত একমাস পূর্বে ডলুছড়া গ্রামের পাশের কৈলাসহর-ধর্মনগরের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলো। জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট মতি রঞ্জন দেববর্মা অবরোধস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে অবরোধস্থলে ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং পঞ্চায়েত সচিবকে খবর দিয়ে নিয়ে রাস্তা সংস্কারের জন্য বলেছিলেন। ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের নির্দেশ মোতাবেক পঞ্চায়েত সচিব কথা দিয়েছিলেন যে, পিডিএফের টাকা দিয়ে আপাতত অবরোধের পরের দিন বাঁশের বেড়া বসিয়ে মাটি ফেলে চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে ফান্ড আসলে স্থায়ী গার্ড ওয়াল নির্মান করে মাটি ফেলে পাকা রাস্তা করে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাবার পর সেদিন গ্রামবাসীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছিলো।

কিন্তু একমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আজ অব্দি ডলুছড়া গ্রামের রাস্তাটির সংস্কার করে না দেওয়ায় গ্রামবাসীরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সাতাশ আগস্ট বুধবার দুপুরে কৈলাসহরের মহকুমা শাসকের অফিসে এসে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট মতি রঞ্জন দেববর্মার সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়। কিন্তু ডেপুটি মেজিস্ট্রেট মতি রঞ্জন দেববর্মার কাছ থেকে রাস্তা সংস্কার করে দেবার কোনো ধরনের আশ্বাস না পাওয়ায় গ্রামবাসীরা ডেপুটি মেজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেয় যে, খুব শীঘ্রই গ্রামবাসীরা ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তালবাহানায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গোটা গ্রামে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। তবে, গ্রামবাসীরা এও জানায় যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিগত দুই মাস পূর্বে কয়েকটি বাঁশ ক্রয় করে রাস্তার পাশে রেখেছিলো এবং বলেছিলো রাস্তা সংস্কার করে দেবে। এরজন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পিডিএফ থেকে কুড়ি হাজার টাকা তুলে ছিল। কিন্তু বাস্তবে এক হাজার টাকার বাঁশ ক্রয় করে বাকী টাকা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ হাফিজ করে দিয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা। রাস্তা সংস্কার না করার ফলে এবং রাস্তার প্রবেশ মুখে ডলুছড়া জলে মাটি তলিয়ে যাওয়ায় রাস্তাটি ভয়ানক অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে গ্রামবাসীরা বিপদজনক এই রাস্তার উপর দিয়ে জীবনবাজি রেখে চলাফেরা করছেন। রাস্তার বেহাল অবস্থা থাকায় গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে সেই অসুস্থ মানুষ কোলে তোলে আনা নেওয়া করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

আগরতলায় আড়ম্বরে পালিত হচ্ছে সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজা

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: রাজধানী আগরতলা শহরের নানা প্রান্তে ধর্মীয় ভক্তি আর উৎসবের আবহে চলছে গণেশ পূজা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই পূজা উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ও মন্দিরে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভক্তরা অংশ নিচ্ছেন এই পূজোয়।

আজ সকাল থেকেই ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনি আর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা হয়। শহরের বিভিন্ন প্যান্ডেলে পুরোহিতদের নেতৃত্বে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে গণপতি বাপ্পার প্রথম দিনের পূজা অর্চনা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠিত পুষ্পাঞ্জলি, আরতি ও প্রসাদ বিতরণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে। পরিবার-পরিজন নিয়ে বহু মানুষ উপস্থিত থেকে ভগবান গণেশের আশীর্বাদ কামনা করেছেন।

শুধু পূজার্চনাই নয়, পূজা উপলক্ষে একাধিক মণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যা থেকেই ভক্তিমূলক সংগীত, শিশুদের নৃত্য পরিবেশনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদ্যোক্তারা। বিশেষত শিশু ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

পুজো উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। ট্রাফিক পুলিশও বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে, যাতে ভক্তদের কোনওরকম অসুবিধা না হয়। ভক্তদের মতে, বুদ্ধি, সমৃদ্ধি ও শুভ শক্তির দেবতা শ্রীগণেশের আরাধনা জীবনের সব বাধা দূর করে সুখ-শান্তি বয়ে আনে। সেই বিশ্বাসে ভক্তরা প্রত্যেক বছরই বিপুল উৎসাহে এই পূজায় অংশ নেন। এবারের পূজায়ও সেই ভক্তিভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

শহরের বিভিন্ন পাড়ায় ছোট-বড় মণ্ডপ সাজানো হয়েছে রঙিন আলোকসজ্জায়। কোথাও দেখা গেছে দৃষ্টিনন্দন থিম ভিত্তিক মণ্ডপ, আবার কোথাও ঐতিহ্যবাহী ঢঙে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূজা। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড় আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে গোটা আগরতলা শহর জুড়ে এখন একেবারে উৎসবের আবহ বিরাজ করছে।

চড়িলাম বিধানসভার বেলবাড়ি রাস্তায় বেহাল দশা

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: চড়িলাম বিধানসভার বংশিবাড়ি থেকে বক্সনগর যাওয়ার পথে বেলবাড়ি রাস্তা বর্তমানে একেবারে বেহাল অবস্থায় পৌঁছেছে। রাস্তার অধিকাংশ অংশ কাদায় একাকার থাকায় পথচারী থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের ভোগান্তির শেষ নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ মানুষের পায়ে হেঁটে চলাচল করাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বাইক ও গাড়িও ওই কাদাময় রাস্তায় আটকে যাচ্ছে। বাইক গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা পার করতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীদের আরো অভিযোগ , এলাকার কোনো অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। জরুরি মুহূর্তে রোগী পরিবহনে গ্রামবাসীদের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, যদি দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তবে যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রমণের প্রতিবাদে ডেপুটেশন এনএসইউআই-র

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রমণের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দিয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই-র নেতৃত্বরা।

এদিন সংগঠনের এক ছাত্র নেতা বলেন, বিশালগড়ে গত দুই দিন আগে স্কুল সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে প্রকাশ্যে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন সড়কের পাশে শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী উপর এলোপাতাড়ি আক্রমণ করেন দুষ্কৃতকারীরা। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সরকারের রাজত্বে বিশালগড়ের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বর্তমানে বিজেপির শাসনে সমাজে শিক্ষকরা তাঁদের যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না। উল্টো প্রকাশ্যে তাঁদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তাতেই প্রমাণিত বিশালগড়ে আইনশৃঙ্খলা এবং পুলিশ ব্যবস্থা কতোটা দূর্বল হয়ে পড়েছে। তাই পুনরায় বিশালগড়ে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন

আগরতলা, ২৭ আগস্ট : সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার স্কীমের অধীনে অঙ্গন ওয়াড়ী কেন্দ্রের কর্মীদের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আজকের ওই কর্মশালায় প্রথমদিনে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ পাল, ডিষ্ট্রিক ইনেস্পেক্টর সোসাল এডুকেশন প্রবীর দের্বমা, মহকুমার সি ডি পি ও আধিকারিক হিরালাল দের্বমা।

আজকের এই প্রশিক্ষন কর্মশালা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে মহকুমার সিডিপিও আধিকারিক হিরালাল দেববর্মা জানান, পোষন স্কীমের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনব্যাপী প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজ করা হয়। এই কর্মশালায় গর্ভবতী মায়েদের ও শিশুদের কিভাবে সঠিকভাবে পরিষেবা প্রদানকার যায় তা নিয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে।

জিবিপি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল তরুণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট : আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় পর্য্যবেক্ষণ ওসময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেইমৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছে এক ১৫ বছরের তরুণ। গত ২১আগস্ট বিশালগড় মহকুমাহাসপাতাল থেকে অত্যন্ত জটিল ও মুমূর্ষু অবস্থায় এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় ঐতরুণকে। সে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল এবং তাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সঙ্গেসঙ্গেই ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই রোগীকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে চিকিৎসা শুরু করেন। 'ইমার্জেন্সি লাইভসেভিং মেডিসিন' প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা তৎক্ষণাৎ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীকে সিটিস্ক্যানও করানো হয় এবং দেখা যায় তার ব্রেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। সেই অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন এবং সেই সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন। সাথে সাথেই রোগীকে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ওয়ার্ডের ইয়েলো জোনে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন চিকিৎসকদের নিবিড় পর্য্যবেক্ষণে রোগী একটা সময় ধীরে ধীরে সাড়া দেয়এবং তার জ্ঞান ফিরে আসে। এভাবে ক্রমাগত চিকিৎসার ফলে রোগী আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এভাবে টানা তিন দিনের মাথায় রোগীকে ইয়েলো জোনে রেখে সর্বোচ্চ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। রোগী বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। গত ২৫ আগস্ট তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এই ধরনের সময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেইএই তরুণের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু ধর-এর নেতৃত্বে অন্য যে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই তরুণকে বাঁচাতে চিকিৎসা পরিষেবায় সামিল ছিলেন তারা হলেনমেডিসিন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ সুব্রত ভৌমিক, ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সায়ন্তিকা সাহা, মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের পোস্ট গ্রেজুয়েট ট্রেনি ডাঃ প্রশান্ত ত্রিপুরা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসা পরিষেবায় সুস্থ হয়ে উঠায়এই তরুণের পরিবার-পরিজন সহ তার পিতা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

গণেশ পূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ২৭ আগস্ট: ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে সারা রাজ্যের মতো আগরতলার টাউন প্রতাপগড়ে সাড়ম্বরে সিদ্ধিদাতা গণেশ চতুর্থী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এবং টাউন প্রতাপগড়ের বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে গরীব ও দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গণেশ পূজাকে আরও অর্থবহ করে তোলা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, গণেশ চতুর্থীর মূল বার্তা হলো শুভ সূচনা ও অন্তরে পবিত্রতা। এই দিনে যে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গরীব মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত ধর্মের প্রকাশ। এই ধরনের উদ্যোগ আগামীদিনে আরও বড় আকারে হোক, সেটাই চাই।তিনি আরও বলেন, আজকের দিনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গণেশ পূজা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতির অংশ এই ধরনের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা যুক্ত হয়ে গেলে উৎসব আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুরাণ অনুযায়ী, এই দিনে মহাদেব ও দেবী পার্বতীর পুত্র গণেশের জন্ম হয়েছিল। সেই থেকেই এই দিনটি গণেশ চতুর্থী নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে গণেশ হলেন 'বিঘ্নহর্তা' তথা সকল বাধা দূরকারী এবং 'সিদ্ধিদাতা' যিনি সাফল্য দান করেন। সেইজন্য যেকোনো শুভ কাজ শুরুর আগে গণেশ পূজা আবশ্যিক বলে মনে করা হয়। এবছর চতুর্থীর তিথি ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় শুরু হয়ে ২৭ আগস্ট বিকেল ৩টা ৪৪ মিনিট পর্যন্ত ছিল। সেই হিসেব অনুযায়ী আজ অর্থাৎ ২৭ আগস্ট গণেশ চতুর্থী পালন করা হয়েছে।

এদিনের পূজা ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু মানুষ ও বিজেপির কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সকলে মিলে প্রার্থনা করেন সকলের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য।

জেলাভিত্তিক কলা উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ আগস্ট : উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী কলা উৎসবের সূচনা হলো ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে। সকাল ১১টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর জেলা সহ-সভাপতি ভবতোষ দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক খিরঞ্জন ত্রিপুরা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা রিপন চাকমা, ও .এস.ডি. সমীর দাস সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

প্রথমে মহকুমা স্তরে অনুষ্ঠিত কলা উৎসব থেকে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন জেলার আসরে যোগদান করে। এখান থেকে উত্তীর্ণরা রাজ্যস্তর এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করবে। উৎসবে উত্তর জেলার মোট ৪০টি বিদ্যালয়ের ৩০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছে। ১২টি বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক শিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের অনুষ্ঠান দুটি স্থানে একসাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন এবং ধর্মনগর পিএমসি বালিকা বিদ্যালয়ের হলঘর। ২৭ ও ২৮ আগস্ট এই দুই দিনব্যাপী কলা উৎসব চলছে ধর্মনগরে।

স্কুলছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে আইজিএম হাসপাতালে চাঞ্চল্য, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট : রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে স্কুল পড়ুয়া এক ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল। মৃত ছাত্রীর নাম পাপিয়া সরকার (বয়স প্রায় ১৪), বাড়ি জয়নগর দশমীঘাট এলাকায়। জানা গেছে, আজ সকালে নিয়মমতো স্কুলে যায় পাপিয়া। হঠাৎ স্কুলে অসুস্থ বোধ করে এবং মাথা ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি করে সহপাঠী ও পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে আসেন আইজিএম হাসপাতালে।

অভিযোগ, হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসকরা তাকে ইনজেকশন প্রয়োগ করেন এবং রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেন। কিন্তু পরিবারের দাবি, ইনজেকশন দেওয়ার পর থেকেই পাপিয়ার শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হতে থাকে। তখন পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসকদের জানালে, চিকিৎসকরা নাকি জানান রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আর কিছু করা সম্ভব নয়। এদিকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে বার বার ডাক্তারকে ডাকা হলে সিটিস্ক্যান করার নির্দেশ দেন ডাক্তার। এদিকে সিটিস্ক্যান করতে নিয়ে যাওয়ার আগেই কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় পাপিয়ার। আর এতেই শুরু হয় তীব্র উত্তেজনা। পরিবারের সদস্য এবং এলাকার কিছু মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হাসপাতালের ভেতরে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পশ্চিম থানার ওসি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘটনায় হাসপাতাল চত্বর জুড়ে তৈরি হয় আতঙ্কের পরিবেশ। এদিকে, পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসা ব্যবস্থার তৎপরতা নিয়ে।

সীতারাম ইয়েচুরির প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে স্মরণসভা রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট: আজ সিপিআইএমের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলা টাউনহলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

এদিন নিজ বক্তব্যে মানিক সরকার প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির সময়ে সিপিআইএম এর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি সহ বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সীতারাম ইয়েচুরির সময়ে পার্টি কংগ্রেসে দলের মূল উদ্দেশ্যে হিসেবে বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে অত্যধিক দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণে আনা, জনগণের মান উন্নয়ন করা ইত্যাদি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর এই উদ্দেশ্য গুলি সফল করতে প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের বেশ কিছু জায়গায় এর মাধ্যমে বিজেপি সরকারকে ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে সিপিআইএম।

বিশালগড়ে শিক্ষক আক্রান্ত কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ আগস্ট: সুপরিচিত শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরীর উপর হামলার ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বিশালগড় থানার পুলিশ। ধৃতের পরিচয় আপাতত গোপন রাখা হয়েছে, কারণ তাকে টিআই প্যারেডে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত সোমবার সন্ধ্যায় অফিসটিলা এলাকায় একাধিক দুষ্কৃতীর হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে সমগ্র বিশালগড় মহকুমা। রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি ওঠে।

পুলিশও তৎপর হয় অভিযুক্তদের ধরতে। মঙ্গলবার গভীর রাতে আগরতলা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করা হচ্ছে। টিআই প্যারেডের পর তার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা স্পষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মন্দিরের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গণেশ পুজার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্যরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas